অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮॥০, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩; ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ। } কলিকাতাঃ—১লা অগ্রহায়ণ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১৫ই নবেম্বর ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ। } ৪০৮ সংখ্যা।

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাস হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন র্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া মন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ রিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্তুবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী শ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব- টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার ঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি- দের মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা র্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা বনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য গ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ শ্বাসকাশ কম্প, অম্লপিত্ত অম্ল শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, হামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটীত দোষ,, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। লোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে, স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু অসল ও নকল, অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণ নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইতেছে।

শিশির মুল্য ৫॥০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ৵০। ব্যারিং এবং পেড একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

যাহে তাহা সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎ- কার গুন প্রকা[illegible]ছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর আম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বারজন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মূল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্নলিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাই- তেছে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

মিশির পোখরা, বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্টি করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। শূল, পুরাতন, নূতন, হাঁপানি কাশী, জ্বর, যক্ষ্মা, গ্রহণী, স্ত্রীলোকের মুর্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্টি করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়

জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা

জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী জ্বর, প্রদর, অরুচি, শর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শিরা বাহির হওয়া। গা, হাত ও পা কামড়ানি ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ট হালদার জ্বর, বহি, অর্শ, অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত, যে অন্ন আহারের পরের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র নন্দ

মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইতগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎ পত্নি নানা প্রকার উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হই- য়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না। এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবসের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরি জমিদার।

মোং বাহালগ্রাম, রহিমগঞ্জ, পোঃ আঃ

আপনার প্রকাশিত অমৃতরস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করানতে অনেক পরিমাণে রোগের উপসম বোধ হইতেছে শারিরিক দুর্ব্বলতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হই- য়াছে তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আরাম হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিবসের নহে।

শ্রীশশীভুষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

মোং মাতাভাঙ্গা জেলা কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর, এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারি ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করাতে ও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপসম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃতরস এই গ্রামে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরি চিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোং হরিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাসীন দত্ত অমৃত রস মহৌ- ষধের গুণ ভুবন বিখ্যাত এবং কয়েকটি রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

চৌধুরী শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ রায় জমিদার।

মোং বাশডিহা, জেলা, বালেশ্বর।

আপনার জগদ্বিখ্যাত মহোপকারী ঊষধের গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপায় অত্রাঞ্চলের অনেক অনেক ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষ শ্রীযুত রাধামোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সত্তিঞ্চ গ্রহনী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনে প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামে সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁশডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শূলবেদনা ছিল তাহাতে মুক্তি পাইয়াছি। শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোং জতনপুখরী, জেলা জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঊষধ ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, দাগ মাত্র আছে। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।

মোং ফাসি দেওয়া, জেলা দারজিলিং

আমি হেম বাবুর অমৃতরস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৺ কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধ অত্র স্থানে যিনি যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটক

আপনার অমৃতরস মহৌষধের চমৎকার গুণ। অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।

মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।

মহাশয়ের অমৃতরস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শূল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস।

মোং রত্নপুর, জেলা মুরশিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধ আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলী নিয়- মানুসারে সেবন করাতে পুর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফুর্ত্তি লাভ করি- য়াছি। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।

মোং চুড়ামন।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গ। আমার আত্মীয়ের জর প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের হইলে জর প্রায় ।৮ বৎসরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশিসেবন করিয়াই রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জর একবারে বন্ধ হইয়াছে; প্লীহা বারো আনা ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার যান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল ,কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

মোং হুগলি, ঘুটিয়া বাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃতরস ঔষধ আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকাংশে সাহায্য হইয়াছে। প্লীহা, জর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটির হইয়াছিল, আপনার অমৃতরস সেবন করিয়া জর বন্ধ হইয়াছে। উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীদক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।

মহিয়রাধা পোঃআঃ

মহাশয় এক শিশি আরক আনাইয়াছিলাম এবং একটি স্ত্রী লোক পুরাতন জর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্যলাভ করিয়াছে,

শ্রীবনমালী পাল, মোং গুনটিয়া ভায়া সিন্দিয়া।

অমৃত রস ঔষধ অত্র সবডিবিজন ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহিড়ি প্রভৃতি আনায়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

মোং গৌরিপুর ধুবড়ি।

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, ও জর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ইত্যগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতা ঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জর হইতে একবারে নিস্কৃতি পাইয়াছেন মেহের পীড়া বার আনা আন্দাজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলন বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিতে হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যাধি দওয়া হয় নাই বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয়। প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সুত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মোং চুড়ামন জেলা মালদহ

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিসুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘন্টার মধেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেটিব ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না। একাদিক্রমে ১৮টী ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটিকা কোন কোনটীকে একটী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং সংবাদ প্রকাশার্থ, বিনামুল্যে দেওয়য়াছিম

মহিদ্দিন।

ইন চার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান সোউপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন ঐ ঔষধ ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহ দেব জমিদার।

মোং কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া

আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

জোম্মরুল হোসেন, দেওয়ান।

মোং তালিবপুর, ষ্টেট বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকায় কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার।

অনারারী মাজিষ্ট্রেট মোং দেহড়দা, জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জর, প্লীহা, অরুচি, উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিক কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই, অবশেষে মহাশয়ের অমৃত রস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাসচক্রবর্ত্তী হিতসাধনী সভার সম্পাদক।

সাং নান্দালা জেলা বর্দ্ধমান।

ইতি পুর্ব্বে যে এক শিশি অমৃত রস আনাইয়াছি তাহা সেবনে শূল বেদনার হ্রাস হইয়াছে এমন কি বেদনা আর কিছু মাত্র টের পাওয়া যায় না মধ্যে মধ্যে পেট জ্বালা করিয়া থাকে কিন্তু তাহাও আহার করিলে কমিয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

সাং পারলিয়া জেলা ঢাকা।

আপনার অমৃত রসের গুণ আমি সামান্য লেখনীতে কি বর্ণিব। যদি কোন গুণবান প্রত্যক্ষ করেন তবে কিছুমাত্র বর্ণন হইতে পারে। বাস্তবিক রোগবিনাশ জন্য অমৃতরস প্রকৃত ধন্বন্তরা বলিয়া প্রতয়হয়।

আমি পেটের অসুখ, প্রাচীন জর ও শারীরিক দুর্ব্বলতায় দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিয়া গত সেপ্‌টেম্বর মাসে এক শিশি মাত্র সেবন করিয়া প্রায় সাত মাস কাল বিনা ঔষধে উত্তম ভাবে সুস্থ ছিলাম। অমৃত রসে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে আমি আরও খাইব।

শ্রীমতিলাল লাহুড়ী

সাং দিদলী জেলা গোয়ালপাড়া।

আপনার প্রেরিত মহৌষধ অদ্য ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেবনে বোধ হইতেছে যে ব্যাধি অর্দ্ধেক পরিমাণ নিবারণ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়

লক্ষ্মণপুর জেলা রঙ্গপুর।

পূর্ব্বে যে আপনার নিকট হইতে অমৃত রস এক শিশি আনাইয়াছিলাম তাহা সেবনে কাশ ও উদরের পীড়া এক কালীন আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ

লক্ষ্মণকাঠি জেলা বরিসাল।

গত ফালগুণ মাসে আমার স্ত্রীর পুরাতন জর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রকম রোগের জন্য আপনার অমৃত রস এক শিশি আনাইয়া সেবন করানতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ

সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন।

অমৃত রস সেবনে পীড়া কিছু বিশেষ হইয়াছে একারণ মহাশয়কে লেখা যায় যে অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় দুই শিশি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামী।

জমিদার শ্রীরামপুর।

কিছু দিন হইল আপনার নিকট হইতে এক বোতল অমৃত রস আনাইয়াছিলাম তাহা ... করিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর বহু কালের অম্লশূ... অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছে বোধ করি আর কিছু কাল ব্যবহার করিলে পীড়া একবারে আরোগ্য হইতে পারে।

শ্রীদিননাথ ঘোষ ইনেস্পেক্টর।

বাঘোলি ষ্টেশন জেলা হুদই।

ওলাউঠার বটিকা।

আপনার প্রচারিত কলেরার মহৌষধি আনাইয়া দুইটী রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। দুইটী কলেরা রোগীই প্রথমতঃ দেশীয় পরে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হয়, কিছুতেই উপসম না হইয়া জীবন সংশয় হইলে পর আমি উক্ত রোগীদ্বয়কে ৫ বটিকা সেবন করাই ও অতি অল্প কাল মধ্যে উপসম হইয়া সুস্থতা লাভ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া এখানকার অনেক লোক ... হইলে রক্ষা পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছেন।

শ্রীদ্বারকা নাথ সেন।

মেডিকেল প্রাকটীশনার রাজনগর।

আপনার প্রণীত ওলাউঠার অমোঘ বটিকা ইতিপূর্ব্বে যাহা আনাইয়াছিলাম তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে। ঔষধ প্রায় নিঃশেষিত হইল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

গদী রেশম কুটী জিয়াগঞ্জ।

মহাশয়ের প্রেরিত ওলাউঠার ৫০টী বটিকা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকটি রোগীকে সেবন করান হইয়া ছিল। তাহারা সকলেই যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া উত্তম রূপে সুস্থ হইয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ চৌধুরি।

মানিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি। আপনার জ্ঞাত জন্য নিবেদিলাম।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য।

মলিয়াডা রাজবাটী দুর্গাপুর।

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said Pills.

Your's very faithfully
Tarinee Prosad Pleader
Judge's Court, Bhugulpore.

I have much pleasure in acknowledging the efficacy of your invaluable cholera pills. I have personally tried them in five cases with complete success. I have been convinced that they are really a great boon to the country being the only medicine which as far as I am aware can best cope with the fell disease.

Your's most faithfully
Krishna Bullubh Roy, Vakil Jungipore
Moonsiff's Court. Moorseedabad.

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered.

Signed D. V. Sapray.
Bankipore.

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the town. It was however administered in two cases with successful result.

Signed T. B. Miller,
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered wi[illegible] hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm, and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died. Three more cases have ben cured by your medicine.

Signed W. R. Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharajah of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Bepinbehary Dutt.
Station Master, Doomrow.

ইনিক্যা ম্বেল না ইডেন?

বেহারে তিন শ্রেণী লোক প্রধান। প্রজা, জমিদার এবং নীলকর। পাটনার কমিসনার মলনি সাহেব এই তিন শ্রেণী লোকের অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রজার অবস্থা দেখিয়া কষ্ট প্র কাশ করিয়াছেন মলনি সাহেব লিখিয়াছেন যে প্রজারা প্রায় ঋণ জালে জড়িত। যেবার প্রচুর শস্য হয় সেবারও তাহারা জমিদারকে রাজস্ব ও অন্যান্য আবয়াব দিয়া তাহাদের কিছুই থাকে না, সুতরাং অজন্মা হইলে তাহাদের কষ্ট হইবারই ত কথা। লেফটেনান্ট গবর্ণরও বেহারের প্রজার নিমিত্ত কষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। নীলকর সম্বন্ধে কমিশনার সাহেব নিজে কিছু লিখেন নাই। এবং লেফটেনেন্ট গবর্ণর কমিশনারের রিপোর্টে তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিয়া লিখিয়াছেন যে, ওয়ার্সিলি ও মাকডনেল সাহেব নীলকর সম্বন্ধে সর্ব্বায়ববিশিষ্ট একটী রিপোর্ট লিখিয়াছেন। এ রিপোর্টটি কি তাহা আমরা জানি না, তবে লেফটেনেন্ট গবর্ণর এই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ম্যাকডনেল সাহেব যে লিখিয়াছেন যে বেহারে যদি নীলকরদের অধোগতি হয় তাহা হইলে দেশের একটী সর্ব্বনাশ হইবে তাহা প্রকৃত কথা।" সর্ব্ব শেষে কমিশনার জমিদারদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জমিদারদিগের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখেন কলিকাতা গেজেটে ইডেন সাহেব তাহার এই পোষকতা করিয়াছেন।

"ত্রিহুতের জমিদারদের মধ্যে প্রায় অনেককে কমিশনার নিন্দা করিয়াছেন। ইহারা সর্ব্বশোষক এবং অত্যাচারী। বেহারে প্রজায় ও জমিদারে সৌহৃদ্যতা নাই। উভয় উভয়ের নামে অভিযোগ করে। জমিদারদিগের ও ইজারদারদিগের অত্যাচারে যে প্রজাদের অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুখের মধ্যে এই যে প্রজারা ক্রমে তাহাদের স্বত্ব বুঝিতেছে। তাহারা এখন জমিদারদিগের কাছারিতে রাজস্ব প্রদান না করিয়া, জমিদারদিগের প্রদত্ত রোডসেসের কাগজ অনুসারে আদালতে রাজস্ব প্রদান করিতেছে। বেআইন মত পূর্ব্বের ন্যায় রাজস্বের নিমিত্ত জমিদারেরা শস্য ক্রোক করিতে আইলে তাহারা আর তাহা করিতে দেয় না। তাহারা দেখিতেছে যে, মহকুমার ও জেলার হাকিমেরা তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন এবং তাহারা এই সৎপরামর্শের নিমিত্ত হাকিমদের নিকট অনেক সময় আগমন করে। তাহারা দেখিতেছে যে, দরভাঙ্গা ষ্টেটে প্রজার অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে। এই নিমিত্ত তাহারা সকলেই আপন অবস্থা ভাল করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে।"

এই রিপোর্টটী পাঠ করিলে আমরা ইডেন সাহেবের প্রকৃতি উত্তমরূপে বুবিতে পারি। তাঁহার স্বদেশীয়দের প্রতি যে অধিক অনুগ্রহ তাহা আমরা ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি এবং জমিদারদের উপর যে তিনি তত সদয় নন তাহাও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার তিনি যে প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের সহিত সহানুভুতি দেখাইয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং জমিদারদিগের বিপক্ষাচরণের নিমিত্ত এরূপ সহানুভুতি দেখাইতেছেন ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

পাটনার প্রজারা অতি দুঃখী। তাহাদের অবস্থা দেখিলে প্রকৃত পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি তাহাদের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত বেহারের জমিদারদিগকে উচ্ছিন্ন [করি]তে হয় তাহাও করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইডেন সাহেব যেরূপ প্রজা ও জমিদারে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া প্রজার মঙ্গল করিবার যত্ন করিতেছেন, ক্যাম্বেল সাহেব ইহাই করেন [এ]বং তাহাতে জমিদার উচ্ছিন্ন যায় বটে, কিন্তু জমিদারের [সঙ্গে] প্রজাও উচ্ছিন্ন যায়। ইডেন সাহেব বেহারের প্রজা[দি]কে যেরূপ মন্ত্রণা দিতেছেন ইহা করিলে বেহারের যে [কি] দুর্গতি হইবে তাহা আমরা অনুমানও করিতে পারি না।

ফল ইডেন সাহেব যদি প্রজাদে[র] [illegible] হিতাকাঙ্ক্ষী হন তাহা হইলে তাঁহার এই দুইটি কাজ করা কর্ত্তব্য প্রথম নীলকরদিগের প্রতি তাঁহার দয়ার একটু খর্ব্বতা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় জমিদারের উপরও তাঁহার বিরক্ত ভাবের সমতা করা উচিত। এদেশের প্রজা ও জমিদার এক সূত্রে আবদ্ধ, এক জনের ধ্বংশে অপরের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পতন হইবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ প্রজার মঙ্গলের উপর যে জমিদারদিগের মঙ্গল নির্ভর করে তাহার কোন ভুল নাই, আবার জমিদার ও প্রজার মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ বাধাইলে জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রজা উচ্ছিন্ন যাইবে সে বিষয়ও নিশ্চয়। আমরা নীলকরের বিপক্ষ নহি, প্রত্যুত আমাদেরও বিশ্বাস যে বেহার হইতে নীলকরেরা উচ্ছিন্ন গেলে বেহারের অনিষ্ট হইবে। বাঙ্গলার নীলকরেরা উচ্ছিন্ন গিয়া যে এখানে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা পদে পদে দেখিয়া থাকি। নীলকর থাকিলে বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী লোকের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না, আবার জমিদারেরা এত শীঘ্র উচ্ছিন্ন যাইতেন না, তবে তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গলার প্রজার এরূপ উন্নতি হইত না। এ কেবল আমাদের বিশ্বাস নহে। ইডেন সাহেব ও মলোনি সাহেব যদি বাঙ্গলার পূর্ব্বকালের কথা মনে করেন এবং মন খুলিয়া সকল কথা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহারাও আমাদের মতের সঙ্গে ঐক্য হইবেন।

বেহারের প্রজার এখন ঘোর দুরবস্থা। বেহারে যেরূপ প্রতি চারি ক্রোশ অন্তর নীলকুঠি আছে, বাঙ্গালায় যখন এই রূপ কুঠি ছিল তখন বাঙ্গালার প্রজারও এই রূপ দুরবস্থা ছিল। তখন বাঙ্গালার প্রজার ঐ রূপ ঋণ জালে জড়ীভূত ছিল, রাজস্ব প্রদান করিলে তাহাদের গৃহে আর তণ্ডুল কণা থাকিত না, তাহারা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস উপবাস করিত। তাহাদের না ছিল বস্ত্র না ছিল গৃহ। তাহারা জানিত না যে প্রজার নিমিত্ত কোন আইন কানন আছে, আদালতে উপস্থিত হইলে প্রজারা আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। ইডেন সাহেব বেহারের প্রজার নিমিত্ত যেরূপ কষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন তখন তিনি বাঙ্গলার প্রজার নিমিত্ত সেই রূপ কষ্ট প্রকাশ করেন, কিন্তু তখন তিনি এত উচ্চে উঠিয়াছিলেন না। তিনি প্রজার কষ্টের প্রকৃত কারণ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলার মফঃস্বল ভ্রমণ কালে এবার প্রজার অবস্থার উন্নতি দেখিয়া যে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন সেকালের প্রজার উপর তাঁহার যে দয়া ছিল ইহা তাহারই অমৃতময় ফল। তিনি যদি বেহারী প্রজাদের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অকৃত্রিম কষ্ট অনুভব করেন তাহা হইলে যদি তাঁহার কপালের জোরে তিনি গবর্ণর জেনারেল হন, তাহা হইলে এখন যেরূপ বাঙ্গলার প্রজার উন্নত দশা দেখিয়া তিনি হর্ষ প্রকাশ করিতেছেম, বেহারি প্রজাদের উন্নত অবস্থায় তিনি সে সময় সেই রূপ আনন্দিত হইবেন। তিনি যদি প্রকৃত নীলকরদিগের বন্ধু হন তাহা হইলেও প্রজাদিগেকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া উত্তেজনা করা নিতান্ত নির্ব্বিঘ্ন নহে। প্রজারা উন্নত হইলে তখন হয়ত তাহারা জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে নীলকরদের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিবে এবং যে নীলকরদের পতনে ইডেন সাহেবের বিশ্বাস যে দেশের ঘোর অনিষ্ট হইবে তাহারাই যাইবেন।

ফল আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোশিয়াসন এবং তাহার সভ্যদের বিপদ দেখিয়া বড় কষ্ট পাইতেছি। তাহারা শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইডেন সাহেব যে দ্বিতীয় ক্যাম্বেল সাহেব ইহা তাহারা দেখিয়াও নাচার হইয়া নিরব হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহাদের শ্যাম ত্যাগ করিয়া কুল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শ্যাম শেষে দ্বারকায় রাজা হইবেন। তাহাদের লভ্যের মধ্যে চিরকাল কলঙ্কিনী নাম থাকিবে। ইডেন সাহেবের বিশ্বাস যে নীলকর উচ্ছিন্ন গেলে দেশের ভয়ানক ক্ষতি হইবে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে জমিদার ও প্রজা উচ্ছিন্ন গেলে দেশ প্রকৃত উচ্ছিন্ন যাইবে।

—০:০—

দাস ভারতবর্ষীয়েরাও দাসত্বকে ঘৃণা করে।

আমেরিকাবাসীরা যেরূপ স্বাধীন ফরাসীরা সেরূপ [স্বা]ধীন নহে, আবার ফ্রান্সে ফরাসিদিগের যেরূপ ক্ষমতা আছে ইংরাজ প্রজাদের হয় ত ইংলণ্ডে এখন সেরূপ আধিপত্য নাই, তবে প্রশিয়ার সঙ্গে তুলনা করিলে হয় ত রাজ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজদের অনেক ক্ষমতা আছে, আবার রূশিয়দের অপেক্ষা জর্ম্মেনদের অবস্থা এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট। অনেকে অনুমান করেন যে, রূশিয়ার প্রজার অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। লং সাহেব রূশদিগের ভারি গোঁড়া। তাঁহার বিবেচনায় রূশ রাজ্যে প্রজার অবস্থা তত অধম নহে। ফল যতই অধম হউক না, বোধ হয় আশিয়ার স্বাধীন রাজ্য, পারস্য, চিন প্রভৃতি প্রজা অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা অধম হইবে না। ভারতবর্ষ পরাধীন, ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের তুলনা করিলে হয় ত অনেকে হাস্য করিবেন কিন্তু তথাচ ভারতবর্ষবাসীরা যত কঠোর শাসনেই অবস্থিতি করুক, ইংরাজ শাসন কৌশলে তাহাদের স্বাধীনতা স্পৃহাটি নির্ব্বাণ হয় নাই, বরং ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষে ইহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যদিও কার্য্যে আমরা তত স্বাধীনতা না প্রাপ্ত হই তথাচ ইংরাজেরা আমাদিগকে শিশু কাল হইতে পরাধীনতা ও দাসত্ব ঘৃণা করিতে এবং স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা এই শিক্ষা বলে কার্য্যে যত উপকৃত নাহই, ইহা দ্বারা ইংরাজ শাসনের অনেক উপকার হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত লোকে এখনও গ্রান্ট সাহেবের নিমিত্ত ক্রন্দন করে, এখনও গ্রে সাহেবের নাম স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে, ক্যাম্বেল সাহেবের অশেষ নিন্দা করিয়াও শেষে তাহারা বলে যে, তিনি এক জন বাহাদুর লোক ছিলেন। জষ্টিশ ফেয়ার যদিও বাঙ্গালিকে ঘৃণা করিতেন তথাচ তাঁহার স্বাধীনতার নিমিত্ত তাঁহার নাম ভারতবর্ষে এত আদরণীয় হইয়াছে। রাজা দীনকর রাও, জয়পুরের মহারাজা, মহরাজা সিন্ধিয়া প্রভৃতি গাইকোয়াড়ের মকর্দ্দমায় গবর্ণমেন্টের বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া এদেশের চক্ষে এক নূতন আকার ধারণ করেন, এবং হাইদ্রাবাদের নিজাম ইংলিশ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন, এই গল্প লোকে উল্লাসের সঙ্গে শ্রবণ করে। পিকক সাহেব হাইকোর্টের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করেন, তাঁহার এই বীরত্বের কথা বোধ হয় দেশীয় লোক কখনই বিস্মৃত হইবে না।

আবার ইহার বিপরীত যখন যিনি আপন স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর আজ্ঞা মত কাজ করিয়াছেন, তিনি এ দেশীয়দের আত্মীয় হইলেও হতাদর হইয়াছেন। এই নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভাতে যখন যিনি কেবল গবর্ণমেন্টের পক্ষ, মিউনিসিপ্যাল কি রোডসেস কমিটীতে চিয়ারম্যানের পক্ষ, সমর্থন করিয়াছেন, তখনই তাহার উপর লোকের ঘৃণার উদয় হইয়াছে। এদেশীয় কোন প্রধান লোকে কোন রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে লোকের যত ঈর্ষাই হউক সেই সঙ্গে ভয়ের উদ্রেক হয় পাছে ইনি আপন স্বাধীনতা হারান। এই নিমিত্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজদের সঙ্গে দেখা করিতেন না শুনিয়া তাঁহার উপর লোকের অতীব ভক্তি হয়, বিদ্যাসাগরের এখনও দেশের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে অনেক ধন ও যশবান উচ্চ পদস্থ লোকেরও সে ক্ষমতা নাই, এবং লর্ড নর্থব্রুকের সভাতে বাবু শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্ভয়ে কথা কহিয়া যত লোককে অসন্তুষ্ট করুণ কিন্তু অসংখ্য লোককে সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন।

এদেশীয় লোকের মানসিক প্রকৃতি এই। পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, ইংরাজ শাসনে ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের এই প্রকৃতি হইয়াছে। সুতরাং এখন যদি ইংরাজ রাজ পুরুষেরা কেবল প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কাজ করেন, তাহা হইলে তাহারা এদেশীয়দের নিকট হতশ্রদ্ধা হন। ইডেন সাহেবের আগমন করা অবধি আমরা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই রূপ দাসত্ব দেখিতেছি, কেবল তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে নহে, ইংরাজ সংবাদ পত্রেরও এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি। তাঁহারা প্রায় ইডেন সাহেবের

মুখাপেক্ষ হইয়া থাকিতেছেন এবং তিনি জল কাইত বলিলে ওমনি সকলে জল কাইত বলিতেছেন। বিশেষতঃ ইডেন সাহেব যে সমুদয় কার্য্য দ্বারা এদেশের ক্ষতি করিতেছেন সে সমুদয় বিষয়ে সকলে প্রাণপণে তাঁহাকে পোষকতা করিতেছেন। বদমাইসদিগের শাসন সম্বন্ধে ইডেন সাহেব যে নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন কেবল এই কার্য্যে কেহ তাঁহার পোষকতা করেন নাই, নতুবা তাহার পবলিক ওয়ার্ক সেসের অনুমোদন, দেশীয় সংবাদ পত্রের গালাগালি প্রভৃতি সকল কার্য্যই প্রায় সর্ব্বত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ফল অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা অন্ধের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে যত কষ্টই প্রদান করুন, সম্বাদ পত্র সম্বন্ধে তিনি কলিকাতায় যাহা বলেন তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মুখে সেই সমুদয় কথা আবার শুনিয়া আমাদের আমোদ হইতেছে। ইডেন সাহেব বলেন যে, এদেশীয় সম্বাদ পত্রের উপর লোকের আস্থা নাই। ইহারা যাহা লিখে লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না। পাটনার কমিশনার অমনি অবিকল তাহাই লিখিয়াছেন।

এরূপ দাসত্ব দেখিলে ইংরাজ জাতির উপর আমাদের প্রকৃত অশ্রদ্ধা হয় এবং ইংরাজেরা যদি এ বিশ্বাস করেন যে তাহারা বাহুবলে আমাদিগকে অধীনে রাখিয়াছেন তবে অনায়াসে তাহারা আমাদের এই অশ্রদ্ধার প্রতি ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু বোধ হয় অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন না এবং এদেশীয়দের নিকট অশ্রদ্ধার পাত্র হইতে চাহেন না। আমরা দুর্ব্বল জাতি, অধীন, আমাদের অশ্রদ্ধা তাহারা যতই উপেক্ষা করুন, বোধ হয় ইংরাজজাতির অশ্রদ্ধা তাহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, এবং যে কার্য্যে দাসদিগের অশ্রদ্ধার উদয় হয় সে কার্য্যে যে স্বাধীন ইংরাজ জাতির অতিশয় ঘৃণার উদয় হইবে অন্ততঃ ইহা রাজকর্ম্মচারিদের মনে করা কর্ত্তব্য।

—:০:—

তুর্কির এক খানি সম্বাদ পত্রে নিম্নোক্ত প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়। এ দেশীয় মুসলমানেরা দেখিবেন যে, তুর্কির লোক কিরূপ প্রাণপণে এই যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। "ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তুর্কির সঙ্গে অপর রাজ্যের কোন বিবাদ না হয় এই মীমাংসা করিতে গিয়া এই যুদ্ধটির উৎপত্তি করিয়াছেন। এই যুদ্ধটী উপস্থিত হইবে তাহা তাঁহারা দীর্ঘ কাল হইতে অবগত ছিলেন কিন্তু কাহারও ইহা নিবারণ করার সাধ্য ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এখন তাহারা দেখিতেছেন যে, এই সুযোগে কে কি রূপে আপন স্বার্থ সাধন করিতে পারেন। গল্পে আছে যে একটী কুকুরের নিকট এক ব্যক্তি তাহার আহারীয় দ্রব্য রাখিয়া যায়। কুকুর প্রভুর আহারীয় দ্রব্য রক্ষা না করিয়া নিজে তাহা ভক্ষণ করে। ইউরোপীয় রাজারা তুর্কি সম্বন্ধে সেই রূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা তুর্কিকে তিরস্কার করিতে থাকেন। তাহারা বলেন তুর্কি কি পাগলামি করিতেছে। রুশ আক্রমণ করিলেই তুর্কি রাজ্য ধ্বংশ হইয়া যাইবে। ইউরোপীয়েরা স্বপ্নেও চিন্তা করেন না যে, রুশির সৈন্য তুর্কির নিকট পরাস্ত হইবে। ইউরোপীয় সম্বাদ পত্রেরা ইহা এক বার বিচার করেন না যে তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধে রুশিয়া পারিয়া উঠিবে কি না, রুশ সম্রাট কনেষ্টেন্টিনোপোল অধিকার করিবেন কি না, তাহারা সেই বিষয় সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হন। তুর্কিকে সকলেই যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে নিষেধ করেন, সকলেই বলেন যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে তুর্কির ক্ষয় হইবে, মিত্র ও শত্রু সকলেই আমাদিগকে এই রূপ ভয় ও নৈরাশ প্রদর্শন করিতে থাকেন তাহা নয়, তাহারা তুর্কির দুর্গতি মোচন করিতে আসিয়া ইহাকে অতি ভয়ানক অবস্থায় নিঃক্ষেপ করেন এবং তুর্কি এই রূপ ষড়জালে পতিত হইয়া, এই রূপ শত্রু ব্যূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে প্রবেশ করে। তুর্কিবাসীরা সংকল্প করে যে, তাহারা আর ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দরিদ্র কুটুম্বের ন্যায় ইউরোপীয় রাজাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে না। তুর্কিবাসীরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের যেরূপ স্বত্ব আছে এবার সেই স্বত্ব নিদ্ধারণ করিতে সংকল্প করে। যদি যুদ্ধে পয়াজিত হয় তথাচ তুর্কেরা এ স্বত্ব পরিত্যাগ করিবে না। তাহারা প্রাণ পণে স্বত্ব রক্ষার যত্ন করিবে। যদি বিধাতা বৈমুখ হন তাহা হইলে তাহারা তাহাদের পুরাতন আবাস আশিয়াতে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সেই স্থানে তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার স্বজাতির আশ্রয় লইয়া তাহাদের পতনের নিমিত্ত ক্রন্দন করিবে।

"যুদ্ধের এখন অবসান হয় নাই। কিন্তু আমরা যুদ্ধে যে জয় লাভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আরো অধিক দৃঢ়তার সহিত ও প্রাণপণে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হইতেছে। আমাদের ভারি দুঃখের বিষয় যে আমরা আমাদের পরম শত্রু দেশ আক্রমণকারীর যাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় এরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে ইউরোপীয় রাজারা আমাদের উপর বিরক্ত হন। আমরা ইহা দেখিয়াও দুঃখিত হইতেছি যে, পূর্ব্বে যাহারা তুর্কিকে পুনঃজীবিত করার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হন, তাহাদের আর তুর্কির স্বার্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ নাই, ফল আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা একটী বিষয়ে অধিক কষ্ট হইতেছে। যে জাতি আমাদের অপেক্ষা সভ্যতাতে, যুদ্ধ ও রাজশাসন কৌশলে কি বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ নহে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হইয়া তুর্ক যুবকেরা বিনষ্ট হইতেছে এবং এই যুদ্ধে দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে। নগর ও পল্লি বিপক্ষ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে এবং আমাদের মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রজারা নিরাশ্রয়ে ও অনাহারে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছে এ কষ্ট প্রকৃত সহ্য করা দুরূহ ব্যাপার।

"রুশিয়েরা এখন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে। এই রূপ পরাস্ত হইয়া তাহারা যদি বলে যে রুশেরা জয়ী হইলে যাহাতে তৃপ্ত হইয়া যুদ্ধে স্থগিত হইত এখন তাহা অপেক্ষা অধিক না পাইলে তাহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না, তাহা হইলে তুর্কি এ কথা অনায়াসে বলিতে পারে যে স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত তুর্কির যে পরিমাণে রক্তপাত হইবে সে পরিমাণে লভ্য না হইলে তুর্কিও অস্ত্র রাখিবে না, তাহা হইলে নিতান্ত অন্যায় কথাবলা হয় না। তুর্কি শত শত বৎসরের মধ্যে কি কখনও অপরের দ্রব্যের প্রতি আক্রমণকারী হইয়াছে? তুর্কির এখনও ইচ্ছা যে শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এক জন রুশ পদার্পণে তুর্কি অপবিত্র করিবে তত দিন তুর্কি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবে না। এখন যুদ্ধ স্থগিত হইলে শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার নিমিত্ত তুর্কি তাহাদের সাহায্য করিবে। কি অবস্থাতে শান্তি স্থাপিত হইবে তাহা পূর্ব্বে স্থির হউক, পরে তুর্কি যুদ্ধ বন্ধ করিবে। কিরূপ লোক তুর্কেরা তাহা রুশেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক রূপ অবগত হইয়াছে, আবার যখন সন্ধিস্থাপন হইবে তখনও তাহারা অবগত হইবে যে, আমরা সে বিষয়েও কতদূর তৎপর এখন এরূপ নিঃস্বার্থ লোকত আমরা দেখি না যিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া সন্ধিস্থাপন করিবেন এবং আমরা যে সমুদয় কারণে এই বিপদে পতিত হইয়াছি সেইসমুদয় কারণের তিনি পক্ষপাতী। এরূপ এক জন মধ্যবর্ত্তী কি পাওয়া যায় যাহার হস্ত ও হৃদয় পবিত্র আছে? আমরা যাহা দেখিয়াছি ও সহ্য করিয়াছি তাহাতে আমাদের কাহার উপর আর বিশ্বাস নাই এবং আমরা নিজে আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করিব।"

—০:০—

বোধ হয় অনেকে অবগত আছেম যে, নেপালে নায়ের নামক এক জাতি অসভ্য বাস করে। এই নায়েরদিগের মধ্যে বিবাহের বন্ধন যে অতি শিথিল তাহাও বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। সম্প্রতি এক খানি ইংরাজি সম্বাদ পত্রে ইহাদের বিবাহ প্রণালীর বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম কন্যার অবিভাবকেরা বিবাহের একটী শুভ লগ্ন স্থির করে। এই শুভ দিনে সর্ব্বাগ্রে কন্যার নখ ছেদন করা হয়। তদপরে স্নান ও দেব অর্চ্চনা আরম্ভ হয়। এই সমুদয় অনুষ্ঠানের পরে একটী উদ্‌খলে শঙ্খ চূর্ণ করিয়া কন্যা এ জন্মের ও পূর্ব্ব জন্মের পাপ হইতে শরীর পবিত্র করে। তদপরে কন্যা বিবাহের নিমিত্ত সজ্জীভূত ও গৃহ দেবতার অর্চ্চনা করে। পূজা অন্তে একটী মৃত্তিকা পাত্রে ষষ্ঠীর যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর পবিত্র রাজুউনার নামক বৃক্ষের পত্র রাখে। এই বৃক্ষ পত্রের উপর একটী বেল রাখিয়া হরি হরি ভগবান লক্ষীশ্বর বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকে। এই সমুদয় অনুষ্ঠান সমাধা হইলে বিবাহের অ[illegible] হয়। কন্যাকে একটী কাগজ নির্ম্মিত টুপি মস্ত[illegible] ধান করাইয়া, গৃহ পুরোহিতের রমণী তা[illegible] প্রস্তু বস্ত্র উপহার প্রদান করে। পুরোহিত [illegible] আরও দুই কার্য্য করিতে হয়। তিনি কন্যার [illegible] তুলিয়া তাহাকে সিন্দুর পরাইয়া দেন। কন্যার পিতা মাতা এই সময় উপরি উক্ত বেল তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া হস্তের সঙ্গে উহা বন্ধন করে। কন্যা এই বেল লইয়া গৃহ দেবতাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ হইলে এই বেলটী নদীতে নিঃক্ষেপ করা হয়। বেল নদীতে নিঃক্ষেপ করিলে কন্যার বিবাহ সমাধা হইল ও সে বিবাহিতা রমণী হইল। এই বিবাহের পর কন্যা আর যাবজ্জাবন বিধবা হইবে না। বেল বৃক্ষ অমর, এই বৃক্ষের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইল, সুতরাং তা[illegible] বিধবা হইবার সম্ভাবনা কি। নায়ের কন্যারা প্রথম বেল বিবাহ করিয়া শেষে কোন পুরুষকে বিবাহ করে, তবে এই মনুষ্য স্বামির মৃত্যু হইলে সে বিধবা অথবা স্বামীশূন্য হয় না। আবার সে ইচ্ছামাত্র স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারে। স্বামী পরিত্যাগ করার ইচ্ছা হইলে, স্বামীর শয্যায় দুইটী গুপারি রাখিয়া চলিয়া গেলেই আর কোন উৎপাত নাই।

গবর্ণমেণ্ট গত সংখ্যক কলিকাতা গেজেটে একটী বিশেষ উপকারজনক বিষয় সংক্রান্ত কতক গুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এ দেশের তিশির গাছ ফলের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু ইউরোপের অনেক স্থানে ইহার গাছ হইতে পাটের ন্যায় সুতা প্রস্তুত হয়। ইউরোপে যে সমুদয় তিশির গাছ প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশ সুতার নিমিত্ত। সে সমুদয় বৃক্ষ অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নে প্রস্তুত হয় এবং এ দেশের বৃক্ষ অপেক্ষা অনেক বড় হয়, কিন্তু এখানে ফলের নিমিত্ত যে তিশির আবাদ হয় তাহাও নিতান্ত ফ্যালনা নহে, যত্ন করিলে ইহা হইতেও উত্তম সুতা বাহির হইতে পারে। আমেরিকাতে অনেক স্থানে বীজ ও সুতা উভয়ের নিমিত্ত শোন প্রস্তুত হয়, এবং ইহা দ্বারা কৃষকেরা বিস্তর লভ্য করে। বাঙ্গালার ক্ষেত্রে ইহার আবাদ করিতে হইলে যে পরিমাণে বীজ নিঃক্ষেপ করা হয় আমেরিকাতে তা[illegible] তিন গুণ বীজ নিঃক্ষেপ করিতে হয়, সুতরাং তাহারা ইহার গাছ হইতে যেরূপ অধিক সুতা পায় তেমনি ইহাতে অনেক ফল ধরে। এদেশে যে তিশি গাছ প্রস্তুত হয় যদি যত্নপূর্ব্বক ইহা হইতে সুতা বাহির করা যায় তাহা হইলে বিলাতে ইহার প্রতি টন, অর্থাৎ ২৮ মনের মূল্য ২৫০ হইতে ৩৫০ টাকা হইতে পারে। রুশিয়ায় যে শোন প্রস্তুত হয় তাহার উত্তম রকম শোন কলিকাতায় ২০ টাকা করিয়া মন বিক্রয় হয়। যত্ন করিলে ভারতবর্ষে প্রায় রুশিয়ায় যেরূপ রেসম প্রস্তুত হয় এখানেও সেই রূপ প্রস্তুত হইতে পারে। তিশি ও শোন এক জাতীয় বৃক্ষ, উহাদের আবাদ প্রায় এক রূপ, এবং যত্ন করিলে এ উভয় আবাদের দ্বারা এ দেশীয়েরা বিস্তর লভ্য করিতে পারেন। রুশিয়াতে এবৎসর যুদ্ধ হইতেছে। যদি এই সময় এ দেশীয়েরা যত্ন করেন তাহা হইলে ইহা দ্বারা বিস্তর লভ্য হইতে পারে। এদেশে শোনের সুতার ব্যবহার আছে। জেলেরা ইহা দ্বারা জাল প্রস্তু[illegible] করে। পাট ও শোন হইতে যেরূপে সুতা বাহির করা যায় তিশি হইতেও সেই রূপে সুতা বাহির করে। আমরা স্থানাভাবে এবার ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

—০:০—

গত মেলে আর্ম্মেনীয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে এই রূপ সম্বাদ আসিয়াছে। সুলতান বলগরিয়াতে সৈন্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আর্ম্মেনীয়া হইতে অনেক সৈন্য লইয়া আইসে[illegible] ইহাতে মুক্তিয়ার পাশার সৈন্য ক্রমে কমিয়া যায়। আব[illegible] রুশেরা স্বদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া তাহাদের সৈন[illegible] সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করে। তবে আর্ম্মেনীয়াতে গত যু[illegible] সময় মুক্তিয়ার পাশার কিছু ভুল হয়। তাহার যত [illegible] ছিল তিনি তাহার হিসাবে অতিরিক্ত স্থান ব্যাপিয়া [illegible] দিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করান। রুস [illegible] রেল যে কোথায় কিরূপ সৈন্য চালান করিতেছেন সে বি[illegible]

...এই রূপে নানা ... তিনি
তাহার সৈন্য দল বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া বাম দিকের সৈন্যদল যদিও বিশৃঙ্খল হয় এবং ...ড়িয়া পলায়ন করে কিন্তু তাহারা বরাবরি ...ক্ষণ দিকের সৈন্যেরা আপনাদিগকে শত্রু ...স্তে অর্পণ করে। গাজি মুক্তিয়ার পাশার সৈন্য সুতরাং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আহারীয় দ্রব্য দ্বারা কার্স আবার পরিপূর্ণ হইয়াছে, তবে রুশেরা ইহা আবার সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিয়াছে।

—০:০—

যদিও আর্ম্মেনীয়াতে মুক্তিয়ার পাশা কয়েকটি প্রধান যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছেন তথাচ আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে এখনও আর্ম্মেনীয়ার মুসলমানেরা ভগ্নোদ্যম হন নাই। ভগ্নোদ্যম অতি ভয়ানক বিষয়। মুসলমানদিগের মধ্যে যত দিন এই ভগ্নোদ্যম না হইতেছে তত দিন তাহারা রুশদিগকে দমন করিতে নৈরাশ হইবেন না। রুশ কর্ত্তৃক ক্রমাগত দুই তিন যুদ্ধে পরাভূত হইয়া আঝিঝি নামক স্থানের যুদ্ধে মুসলমানেরা জয়ী হইয়াছেন। কেবল জয়ী হন নাই, দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত রণভগ্ন রুশ সৈন্যদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদিগের রক্তে নদী প্রবাহিত হয় এবং মৃত্যুদেহে সমর ভূমি পরিপূর্ণ হয়। যদি মুক্তিয়ার পাশা এই রূপ আর দুই একটী যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন তাহা হইলে আবার রুশেরা পলায়ন করিবেন।

—০:০—

আবার রাষ্ট্র হইয়াছে যে ওসমান পাশা মার্শেল-বেজিন। আমাদিগকে এক জন সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে ওসমান নানা সাহেব। আমাদের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে যুদ্ধের অবসান হইলে যদি তুর্কেরা জয়ী হয় এবং ওসমান পাশা এখন যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব দেখাইতে... যদি বরাবরি সেই রূপ বীরত্ব দেখান, তাহা হইলে ওসমান পাশা যে নানা সাহেব ভিন্ন আর কেহ নহে তাহার অকাট্য প্রমাণ তিনি প্রদান করিবেন। সম্বাদ দাতা প্রকৃত ওসমান পাশাকে নানা সাহেব বলিয়া বিশ্বাস করেন অথবা তিনি কৌতুক করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না।

—০:০—

ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি ময়মন সিংহ পর্য্যন্ত ...টী লাইন খুলিবেন এই রূপ সংকল্প করিয়াছেন।

—০:০—

গবর্ণর জেনারেল নিয়ম করিয়াছেন যে, এদেশে ...কোন ব্যক্তি কোন রূপ ঘুর্ঘি খেলা করেন তাহা হইলে যাদ... তিনি আইন দ্বারা দণ্ডিত হইবেন।

—০:০—

গবর্ণমেণ্টে নেমক বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে ...৮৭০ খৃঃ অব্দে লবণ দ্বারা ২৬১১৯৫৬২ টাকা আদায় হয় এবং গত বৎসর ইহা দ্বারা ২৫৬৯০৫৬ টাকা আদায় হইয়াছে। আবার গত বৎসর হইতে এবৎসর ৩৪৭৩১ টাকা অধিব রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

—০:০—

বাঙ্গালায় পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। তবে বৃষ্টির অভাবে কিছু ক্ষতি হইয়াছে আবার নয়াখালি ভিন্ন আর সর্ব্বত্র নানারূপ পীড়ার উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট প্রান্তবাসী দুরন্ত পার্ব্বতীয়দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১১ সংখ্যক বেঙ্গাল ল্যান্সার এবং ২৭ সংখ্যক পঞ্জাব পদাতিক নমুরা হইতে ২রা নবেম্বরে জালোঝাইতে প্রেরিত হইয়াছে।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যখন গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে আবারেক্স অর্থাৎ মধ্যম রক... শস্য হইয়াছে, তখন লোকের ইহাই বুঝিতে হইবে যে ১২ আনা শস্য হইয়াছে।

—০:০—

এই রূপ রাষ্ট্র হইয়াছে যে আগামী দরবারে সার রিচার্ড টেম্পেল আর একটী নূতন উপাধি গ্রহণের নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করিবেন।

—০:০—

...গবর্ণমেণ্টের নিয়োগ...

ফেমেণ্ট টমাস লিহার্ডি সাহেব ভাগলপুর ডিবিসনে এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট হইলেন। গয়ার একটিং জজ সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্টেট হইলেন।

ময়মানসিংহের জজ মোজলি সাহেব এগার মাসের ছুটি পাইলেন।

টেট্রো সাহেব গয়ার প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্টেট হইলেন।

ব্রাডবারী সাহেব ২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্টেট হইলেন।

চাম্পরনের একটিং মাজিষ্টেট সার্প সাহেব প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্টেট হইয়া দরভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

গয়ার জইণ্ট মাজিষ্টেট ওডনেল সাহেব নওয়াদী সব ডিবিসনে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর ডেঃ মাজিষ্টেট রিকেটস সাহেব কুঁচবেহারে বদলী হইলেন।

দারজিলিঙ্গের জইণ্ট মাজিষ্টেট কর্বিস সাহেব হুগলীতে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রেহাম সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিমিস সাহেব এক বৎসরের ছুটি পাইলেন।

পাবনার একটিং আঃ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের আঃ পুঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেবান সাহেব প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

গিলিলাণ্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের এক জন প্রফেসর হইলেন।

বাবু রাধা নাথ রায় উড়িষ্যার স্কুল সমূহের জাইণ্ট ইনেস্পেক্টর হইলেন।

ঢাকা কলেজের প্রোফেসর তাঁহার নিয়মিত কার্য্য ব্যতীত পূর্ব্ব বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টরের আফিশের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুত ডাক্তার অন্নদা চরণ কস্তগিরী প্রণীত মানব জন্ম তত্ত্ব ও ধাত্রী বিদ্যা ...র্দ্ধিত নবাবিষ্কারানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া কলিকাতা ... দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইতেছে। তৎসঙ্গে স্তন্যপায়ী শিশুর ও স্ত্রী জাতির চিকিৎসা সহ ব্যাধি সমগ্র দেওয়া যাইতেছে। অগ্রিম মূল্য ৭ টাকা, ডাকে পাঠাইলে ৭॥০ টাকা। ঠিকানা কাশীপুর হাসপাতাল।

ইষ্টিমার ক্যাপওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপাথিক পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে। যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্যের তালিকা আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।

আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১।০
ঐ	ভৈষজ্যতত্ত্ব, ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ	মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	।০
ঐ	মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ	ওলাউঠার বাক্স ২০ শিশি	৬
ঐ	ঐ ঐ ১০ শিশি	৩

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।
৩৪ কর্ণয়ালিস ষ্ট্রীট।

DR. H. GANGOOLY'S.

SPECIFIC PILLS.

(Infallible cures)

Gonœrhea and Gleet, infadib chancre and other ...on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8.
with postage Rs. 2 Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সম্বাদ।

৬ই নবেম্বর লণ্ডন। ডুবুডসায় রুশ সৈন্যদল যাহা সিলিষ্ট্রিয়ায় অগ্রসর হইতেছিল, ঝড় উপস্থিত হওয়াতে তাহার গতি অবরোধ হইয়াছে। আচনাইতে তুর্কেরা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। আর্ম্মেনীয়া হইতে শেষ যে সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে রুশেরা কার্স সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডেলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হইয়াছে যে ডেবিবায়ন নামক স্থানে গাজি মুক্তিয়ার পাশা বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করেন। রুশেরা ইহাদিগকে আক্রমণ করে। তুর্কির সৈন্যের মধ্য ভাগ রুশ কর্ত্তৃক পরাভূত হয় এবং তাহারা হটিয়া যায়। ১০ ঘন্টা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুক্তিয়ার পাশা অল্প মাত্র অস্ত্রের আঘাত প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে যে রাষ্ট্র হয় যে অপর রাজারা মধ্যস্থ করিয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত করার যত্ন করিতেছেন সে সম্পূর্ণ অমূলক।

৭ই নবেম্বর। মর্ণিং পোষ্ট সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে তুর্কেরা আরযরুম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং রুশেরা ইহা অধিকার করিয়াছে এবং তুর্কেরা হটিয়া এঝিনজান এবং ত্রিবিঝন্দে পলায়ন করিতেছে।

৮ই নবেম্বর। গাজি মুক্তিয়ার পাশা সরকারি পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে ৫ই তারিখে একটী যুদ্ধ হয় এবং তুর্কির সৈন্যেরা হটিয়া আরজরুমে গমন করে। রুশিয় সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ওর্চেনাইর উত্তর রাটঝা নামক স্থানে তুর্কদের নিকট হইতে রুশেরা কত শত শকট এবং বিস্তর গো মহিষ অধিকার করিয়াছে। জেনারেল স্কোবিলফ তারে সম্বাদ পাঠাইয়াছেন যে ৬ই তারিখে প্লেবেনার দক্ষিণে যে তুর্ক সৈন্য আছে সেই খানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের প্রতি কামানের গুলি বর্ষণ করিতে থাকেন। ডুব্রুডাতে রুশিয় জেনারেল ঝিমারম্যানের অধীনে যে সৈন্য দল আছে তাহারা কাষ্টেগুসজাই নামক স্থানে শীতকাল অতিবহিত করার উদ্যোগ করিতেছে। রুশিয় সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ৪ঠা তারিখে ডেবিবাউনে গাজি মহাম্মদ মুক্তিয়ার ও ইস্মেল একত্রিত হইয়া রুশিয় সৈন্যাধ্যক্ষ তাপুকাসবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তুর্কেরা হারিয়া গিয়াছে। ৯ ঘন্টা যুদ্ধের পর তুর্কেরা বিশৃঙ্খল পূর্ব্বক হটিয়া যায়।

৯ই নবেম্বর। গাজি মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে ৫ই তারি... যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রুশেরা প্রথম তাহার দক্ষিণ দিক আক্রমণ ... কিন্তু কিছু করিতে পারে না ও বিতাড়িত হয়। তদপরে তাহার মধ্য ভাগ আক্রমণ করে এবং মধ্য ভাগের সৈন্যেরা পরাভূত হয়। ... পাশা আরজরুমের চতুর্দ্দিকে ... দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করিতেছেন। ...ই নবেম্বর। গাজি মুক্তিয়ার পাশা সুলতানকে এই তারের সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন। গত কল্য প্রত্যূষে ৬টার সময় আঝিঝিতে তুর্কিদের যে সৈন্য দল আছে তাহা রুশেরা আক্রমণ করে। দুইটা পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ হয়। পরিণামে রুশেরা যুদ্ধে পরাভূত হয় এবং রুশদের বিস্তর ক্ষতি হয়। তুর্কেরা দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত ডেবিবয়ন পর্য্যন্ত রুশদিগকে কাটিতেকাটিতে তাহাদের পশ্চাদবর্ত্তী হয়। পথের দুই ধারে যত গর্ত্ত ও পগার ছিল সমুদয় রুশিয় মৃত দেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

১৩ই নবেম্বর। রুশেরাওচনাইর উত্তর বাটখা নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে অনেক খাদ্যাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। রুশিয় সৈন্যরা এখন সম্পূর্ণরূপে প্লেবেনা পরিবেষ্টন করিয়াছে, কিন্তু লণ্ডন ডেলিনিউসের প্রকাশিত হইয়াছে যে,যে আহারীয় দ্রব্য আছে তাহাতে প্লেবেনাতে ৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সৈন্য অবস্থিতি করিতে পারিবে। তুর্ক সরকারি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে রুশিয় সৈন্যরা ডেবিবেখনে সৈন্য দ্বারা পরিক্ষা প্রস্তুত করিতেছে। চেফকাতপাশা শিপকা পাশে গমন করিয়াছেন এবং ওর্চাইর সৈন্যের ভার চেকার পাশা ও মাহমদ পাশার হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

সংবাদ।

—সিবিল ও মিলিটরি গেজেট লিখিয়াছেন অন্যান্য লোক অপেক্ষা সৈনিকদিগের মধ্যে আত্মহত্যা অধিক প্রচলিত।

—বার্লিনের এক জন বণিক রুশিয় সৈন্যের নিমিত্ত এক লক্ষ তাম্বু প্রস্তুতের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন।

—বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা খানি আমরা অনেক দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। নানা কারণ বশতঃ আমরা এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারি নাই। আমরা সন্তোষ সহকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়াছি। যদিও বক্তৃতার মতের সঙ্গে অনেকে এক মত হইবেন না, তথাচ ইহাতে যে সমুদয় মত প্রকটিত হইয়াছে তাহা এ দেশীয় এক দল যুবকের মত এবং যাহারা এদেশীয় যে সমুদয় সম্প্রদায় আছে তাহাদের সমুদয়ের মত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করা উচিত।

[illegible] সভার সভ্য হইয়াছেন।

—যে সময় আমেরিকাতে আত্মকলহ উপস্থিত হয় সে সময় ল্যাংকসায়েরে যাহারা সূতা ও কাপড়ের কলে কাজ করিত তাহারা তুলা অভাবে এই সমুদয় কল বন্ধ হওয়াতে ভারি বিপদে পড়ে। ইহাদের সাহায্যোর্থে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর টাকা সংগ্রহ হয়। এই টাকার অনেক উদ্বর্ত্ত হয়। উদ্বর্ত্ত টাকা দ্বারা একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, এখনও এই ফণ্ডে ১৪০০০০ টাকা আছে। এই ফণ্ড হইতে ১৫০০০০ টাকা দুর্ভিক্ষের সাহায্যের নিমিত্ত ভারতবর্ষে প্রেরণ করার প্রস্তাব হইতেছে।

—কাসগারের আমিরের মৃত্যু সম্বন্ধে নূতন আর একটি সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে। চিনদিগের সঙ্গে কাসগারের আমিরের অনেক দিন অবধি যুদ্ধ হইতেছে। সম্প্রতি চীনেরা গুটী কয়েক যুদ্ধে জয়ী হইয়া তুরফান নামক স্থান অধিকার করে। এই স্থানে হাকিম খাঁ তোরা গবর্ণর ছিলেন। আমির এই সম্বাদ শুনিয়া উন্মত্ত হন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। নিয়ার বেগ আমিরের মৃত্যু গোপন করিয়া বেগকুলিকে সম্বাদ প্রেরণ করেন কিন্তু হাকিম খাঁ এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষেরা আমিরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে জিদ করাতে আমিরের মৃত্যুর কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত এক ব্যক্তি আপনাকে প্রকাশ না করিয়া ঢাকা কমিশনারের নিকট ১২০০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা এই সম্বাদটী শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। হিন্দুদিগের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক বিস্তর ব্যাপার আছে কিন্তু তাহারা অহিক স্বার্থের নিমিত্ত দান করা অধিকাংশ ইংরাজ শাসনে শিক্ষা করিয়াছেন। এখন ১২০০ টাকা যিনি দান করেন তিনি কেবল দানের সঙ্গে আপনার নাম প্রেরণ করেন না, তিনি ইতিপূর্ব্বে যেখানে যাহা দান করিয়া থাকেন সে সমুদয়, এমন কি তাহার পিতা কি পিতামহ যদি কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকেন তাহা পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন; এতদ্ভিন্ন নিজের নাম, বাপের নাম, বাটীর ঠিকানা যে থানায় যে পোষ্টাফিসের অধীনে বাটী তাহা লিখেন, অনেক সময় আপনি হাতে করিয়া কি নিজের কর্ম্মচারী দ্বারা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে উহা প্রেরণ করা হয়, আবার সম্বাদপত্রদিগের সাহায্যে ইহা যতদূর সম্ভব প্রচার করার যত্ন করেন। ঢাকাতে যিনি ১২০০ টাকা দান করিয়াছেন তিনি এই অনিষ্টকর শাসনে অদ্যাপি মতিভ্রষ্ট হন নাই এবং আমরা জানি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এরূপ প্রকৃত হিন্দু এখনও অনেক পাওয়া যায়।

—সোনপুরে যে দরবার হইবে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর তাহাতে মহারাজা মহিপত সিংহ, বাবু ভিক্ষাণ খাঁ খাঁ বাহাদুর, চৌধুরি রুদ্র প্রসাদ রায় বাহাদুর, বাবু দুর্গ দত্ত সিংহ রায় বাহাদুর, সৈয়েদ আবু সৈয়েদ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতিকে খেলাত অর্পণ করিবেন।

[illegible]বিল মিলিটরি গেজেট লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের প্রান্ত রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন তাহা প্রচুর নহে। তাহা দ্বারা শত্রুদিগকে অবরোধ করা অসম্ভব। আবার [illegible] হইতেছে তাহারা এক রূপ নিষ্কর্ম্ম।

—বার্লিন নগরের পোষ্ট আফিসের বন্দবস্ত অতি অপূর্ব্ব। সেখানে ১৬টী পোষ্ট আফিস আছে। মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া এই ১৬টী পোষ্টাফিশ চোঙ্গের দ্বারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর এক খানি রেলওয়ের গাড়ি ইহার অনেকগুলি পোষ্টাফিসে গমন করিয়া পত্র সংগ্রহ ও বিলি করে। ২০ মিনিট এই ট্রেণ ঘোরে। যেখানে এই ট্রেণ যাইতে না পারে সেখানে চোঙ্গার দ্বারা বায়ুর শক্তিতে পত্র বিলি হয়।

—ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। তিনি যখন বালক ছিলেন তখন তাহার পায়ের পাতাতে অস্ত্র করিতে হয় এবং এই নিমিত্ত তিনি খঞ্জ হন। সম্প্রতি আর একটি ঘটনা হওয়াতে তাহার খঞ্জতা আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। যুবরাজ সম্প্রতি একটি নূতন স্থানে গমন করাতে জন কয়েক সৈনিক পুরুষ তাহার সম্মানার্থে বাজি পোড়ায়। এবং যুবরাজ ভাল করিয়া দেখিতে পারেন এই নিমিত্ত এক জন সৈনিক তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বাজি দেখাইতে থাকেন। ইতি মধ্যে সহসা এই সৈনিক পুরুষের মুখে অগ্নির প্রখর উত্তাপ লাগাতে তিনি চমকাইয়া উঠেন এবং যুবরাজ তাহার স্কন্ধ হইতে অগ্নির মধ্যে পতিত হন। সকলে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু আগুণে তাঁহার শরীরের অনেক স্থান বিশেষতঃ তাঁহার খঞ্জ পদ অতিশয় দগ্ধ হয়। এই রূপ দগ্ধ হইয়াছে যে সে পা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে একজন এদেশীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে রক্ষিত হইবে।

—আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পাটনার বিখ্যাত ওহাবি মকদ্দমার আমির খাঁকে গবর্ণমেণ্ট মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি মুক্তি লাভ করিলে কলিকাতায় তাহাকে বাঙ্গালি ও মুসলমান বিস্তর লোক দেখিতে উপস্থিত হয়। আমির খাঁর বয়স এখন ৮৫ বৎসর, তিনি সম্পূর্ণ বধির হইয়াছেন ও তাহার চক্ষের দীপ্তিও কমিয়াছে। তাহাকে এত লোক দেখিতে আইসে যে সে গোলযোগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার জ্বর হয়।

—এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নেপোলিয়ান [illegible] রূশ গবর্ণমেণ্টের এখনও তুর্কি যুদ্ধে তত ব্যয় হয় না[illegible] বরোডিনো নামক স্থানের একটী যুদ্ধে এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে রূশিয়ার যত সৈ[illegible] নষ্ট হয় বর্ত্তমান যুদ্ধে রূশিয়ার এখনও তত সৈন্য নষ্ট হয় নাই। জ[illegible]নীয়েরা যখন বেজিনের সৈম্য মেটজে তাড়াইয়া লইয়া যায় সেই সময়ও যত সৈন্য নষ্ট হয় বোধ হয় রূসদের এই পর্য্যন্ত তত সৈন্য নষ্ট হয় নাই। আমেরিকার আত্মকলহে যত লোক মরে বর্ত্তমান যুদ্ধে এখনও তত লোক মরে নাই।

—আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করি যে জাপানবাসীরা একখানি ক্ষুদ্র রণতরী প্রস্তুত করিয়াছে। আবার সম্প্রতি সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে চিনেরা এক খানি জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে। চিনদিগের মত শিক্ষানবিশ বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, আবার শিল্প, যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ইহারা যেরূপ তৎপরতা দেখায় পৃথিবীর অতি অল্প লোকে সেরূপ দেখাইয়া থাকে। চিনেরা আজ কয়েক বৎসর ইংরাজদিগের অধীনে থাকিয়া জাহাজ নির্ম্মাণ করা শিক্ষা করিয়াছে। এই রূপ শিক্ষা করিয়া শেষে নিজ হস্তে এক খানি জাহাজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। ১লা অক্টবরের অপরাহ্নে এই জাহাজ জলে ভাসান হয়। এই জাহাজ নির্ম্মাণার্থে কোন রূপ সাহায্য তাহারা অপরের নিকট গ্রহণ করে নাই। তাহারা নিজে২ সমুদয় করিয়াছে। বিলাতি জাহাজের সঙ্গে ইহার কোন ইতর বিশেষ নাই।

—সৈনিক বিভাগের মধ্যে কি ভয়ানক কঠোর শাসন প্রচলিত তাহা নিম্নের কয়েকটী উদাহরণ দেখিলে কতক বুঝা যাইবে। বারাকপুরে ইসায়া পোর্টার নামক এক জন কামানের শকট চালক অপর সৈন্যকে রাগতঃ হইয়া বলে যে সে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দিবে। এই অপরাধে পোর্টারের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫০ বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। ইহার তিন বৎসর তাহাকে ভারতবর্ষে থাকিতে হইবে। আর এক জন শকট চালক বলে যে সে ঘোড়ার সাজ পরিষ্কার করিবে না। এই ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭৩ দিন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। বোনার নামক আর এক জন মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তাহার সারজনকে গালি দেয় ও চপেটাঘাত করে। এই অপরাধে ইহার প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে যে এ ব্যক্তি কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসর কারাগারে বাস করিবে এবং কারাগার হইতে মুক্ত হইলে কলঙ্কের সঙ্গে সৈনিক বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

—গত দুই বৎসর হইতে উত্তর বেহারে শোরার কারবার ভারি বৃদ্ধি হইয়াছে। বেহারিরা অপরিষ্কৃত শোরা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দেয় এবং কলিকাতাবাসীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া বিক্রয় করে। অপরিষ্কৃত শোরা ইহারা প্রতি মণ ২।৩ টাকায় ক্রয় করে ও একটু পরিষ্কার করিয়া ইহা ৮ টাকাতে বিক্রয় করে।

—বিলাতের টাইমস সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যে রূশিয়রা প্রকাশ করে যে ড্যানিউব নদ পার হইবার পূর্ব্বে রোমানীয়াতে তাহারা ৪ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে সে বোধ হয় মিথ্যা, কারণ যুদ্ধে ও পীড়াতে যতই মরুক না, তথাচ তাহা হইলে বলগরিয়াতে এখন এত অল্প সৈন্য থাকিত না। প্লেবেনা তাহাদের এখন প্রধান যুদ্ধের স্থান। সেখানে অ[illegible] ৫০ হাজার [illegible] সৈন্যের অধিক নাই। টাইমস এই সম্বাদের সঙ্গে২ লিখিয়াছেন যে, রূশিয় সম্রাট সেখানে যেরূপ কঠোর রূপে শাসন করেন তাহাতে রূশিয়ায় কোন বড় যোদ্ধা কি যুদ্ধ কৌশলী ব্যক্তির জন্ম হওয়া অসম্ভব। কারণ কঠোর শাসনে সৈনিকদিগের আবির্ভাব হয় না। ইংরাজ শাসন কৌশলের দোষে ভারতবর্ষ হইতেও এই রূপে বীর সমুদয় অন্তর্হিত হইতেছে। ইংরাজদিগের উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে বোধ হয় মহারাজা সিন্ধিয়া প্রভৃতি এক একজন অদ্বিতীয় বীর পুরুষ হইতেন।

—মান্দ্রাজ আথেনিয়ম শুনিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহার সঙ্কুলান করিবার নিমিত্ত ব্রিটীশ অধিকৃত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শতকরা চারি টাকা হারে ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইবে।

—লিডারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তুর্ক দূত মালিক নামক আখন্দের প্রিয় শিস্যদিগকে কোন রূপ উপহার প্রদান না করিয়া, নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছেন। আখন্দ সম্বন্ধে দূত আর একটী ভ্রম করিয়াছেন। তিনি যাহা দ্বারা আখন্দকে উপহার প্রেরণ করেন, তাহার সঙ্গে আখন্দের বিবাদ, সুতরাং উপহার প্রাপ্ত হইয়া আখন্দ তত সন্তুষ্ট হন নাই। আবার আর একটি বিষয় আখন্দের সন্দেহ হইয়াছে। আখন্দ তত বিশ্বাস করিতেছেন না যে দূত প্রকৃত তুর্কি হইতে আসিয়াছিলেন। কারণ দূতের আচার ব্যবহার অবিকল আশিয়বাসীদের ন্যায় নহে। তিনি অনেক সময় ইউরোপীয়দের ন্যায় আচার ব্যবহার দেখান।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে গবর্ণমেণ্টে ন্যায্য মত কি মূল্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ক্রয় করিতে পারেন তাহা নিদ্ধারণের নিমিত্ত জেনারেল ষ্ট্রাচি সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন।

—পাওনিয়ার লিখিয়াছেন যে, তুর্কিস্থানের গবর্ণর কাবুলের আমিরকে জ্ঞাত করাইয়াছেন যে, তুর্কিস্থানে রূশদিগের বিস্তর গয়েন্দা বেড়াইতেছে এবং ছদ্মবেশে অনুক্ষণ এক নগর হইতে অপর নগরে ভ্রমণ করিতেছে এবং তিনি আমিরকে লিখিয়াছেন যে, যাহাতে এই গয়েন্দারা আফগানস্থানে প্রবেশ না করে তাহার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখেন। আমির এই পত্র পাইয়া লিখিয়াছেন যে তাহার পুন পুন নিষেধ করা [illegible] বুঝিতে পারেন না। যদি তাহাদের আগমনের নিমিত্ত [illegible] উপস্থিত হয় তুর্কিস্থানের গবর্ণরকে ইহার নিমিত্ত [illegible] হইবে।

—ইটালি হইতে তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষে [illegible] নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে[illegible] এত দেশ থাকিতে ইহারা কেন ভারতবর্ষে শিকার করিতে আসিয়াছেন? ইহার এক উত্তর ভিন্ন আমরা আর দিতে পারি না এখানে শিকারের অনেক সুবিধা আছে। এখানে মানুস শিকার করিতে ইচ্ছা হইলে অনেক সময় তাহা নির্বিঘ্নে করা যাইতে পারে।

—গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে নূতন যে দুই জন এদেশীয় সভ্য হইয়াছেন তাহারা কেহই ইংরাজি জানেন না।

—রক নামক এক খানি ইংরাজি সম্বাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, মান্দ্রাজে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সে কেবল ইংলণ্ডেশ্বরীর অহংকারের নিমিত্ত। তিনি দর্প করিয়া এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণ করেন, বিধাতা সেই দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজে মন্বান্তর উপস্থিত করেন।

—রষ্টচকে যখন রূশিয়রা বোম নিঃক্ষেপ করে তখন তাহার শব্দ শুনিয়া একটি স্ত্রী লোক এরূপ পীড়িত হইয়া পড়ে যে সম্প্রতি লণ্ডন হাঁসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই স্ত্রী লোকটি সম্ভবতঃ ইংরাজ হইবেন। ফ্রাঙ্ক প্রশিয় যুদ্ধে ফরাশি রমণীরা অস্ত্র ধারণ করে এবং ইংরাজ মেমেরা বোমের শব্দে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যে দেশের স্ত্রী জাতি এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে সে জাতির মধ্যে দুর্ব্বল সন্তান উৎপন্ন হওয়াবই সম্ভাবনা।

—কুইনের যে সমুদয় সম্ভ্রান্ত পরিচারিকা আছেন তাহারা সকলই ইংলিশ লর্ডদিগের কন্যা। ইহারা কুইনের নিকট হইতে বৎসর দুই হাজার টাকা বেতন পান এবং বিবাহের সময় মহারাণী ইহাদিগকে দশ হাজার টাকা দান করিয়া থাকেন।

—তুর্ক সৈন্যের মধ্যে এক জন জর্ম্মেনী সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন। ইহার অধীনে মধ্যভাগের সৈন্য সমুদয় রক্ষিত হইযাছে। কৃষ্ণ সাগরে যে সমুদয় রণ তরী আছে তাহা এক জন ইংরাজের অধীনে। ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে দুই জন প্রশিয় কর্ম্মচারী প্রধান, গোলা[illegible] বিভাগের কর্তৃত্বের ভার এক জন মিশোর দেশীয়, এবং অশ্বারোহীদিগের কর্ত্তৃত্ব ভার এক জন ইংরাজের হস্তে। আবার রূশিয়দের মধ্যে ৫।৬ জন জর্ম্মেণী জেনারেল আছেন, আর্ম্মেনীয়াতে দুই জন আমেরিকা বাসীর হস্তে সৈন্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আর আর অনেক বিদেশীয় লোক যুদ্ধের নানা ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধ করিতে হইলে কেবল স্বদেশীয় যোদ্ধাদিগের উপর নির্ভর করিতে হয় না, অর্থের দ্বারা বিদেশীয় যোগ্য যোদ্ধাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজেরা যদি প্রকৃত যুদ্ধ ভুলিয়া, থাকেন, তবু যত[illegible] তাঁহাদের টাকা আছে,, ততক্ষণ তাহারা পৃথিবীর বিখ্যাত সৈন্যগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

—ডিম্বের ধবল অংশের সঙ্গে চূণ এবং অল্প পরিমাণে [illegible] পূয়াতন [illegible] কারলে অপূর্ব্ব আটা প্রস্তুত হয় এবং ইহা দ্বারা মূহুর্ত্তেকে ভগ্ন গ্লাস পাত্র কি চিনের বাসন যোড়া দেওয়া যাইতে পারে।

—মান্দ্রাজে শস্য বীজের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্ব সমেত ৪৫৫০০০ টাকা মুঞ্জুর করিয়াছেন।

—মান্দ্রাজের বেলাড়ি জেলায় গত আগষ্ট মাসে ১৫৭২৪ জন লোকের মৃত্যু হয়। গত পাঁচ বৎসর এই সময় এই স্থানে গড়ে ৩৫৩৩ জনের মৃত্যু হইয়া ছিল।

—ইংরেজ অধিকৃত ব্রহ্মদেশ হইতে ইংলিশম্যানে এক জন লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দেশীয় যে সমুদয় লোকের হস্তে গবর্ণমেণ্ট বিচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহারা অনেক স্থলে এই ভারের অন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি উপমা স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক স্থানে ডেপুটি কমিশনারের গমন করার কথা ছিল মাত্র, এবং তাহার নিমিত্ত সেখানে এক খানি নৌকা রাখা হয়, এই নৌকায় দাঁড়ি হইবার নিমিত্ত কতক গুলি লোককে ধরিয়া আনা হয়। এই লোক গুলি এই কার্য্যে অসন্মত হয়। এই অপরাধে এক জন ব্রহ্ম দেশীয় হাকিম ইহাদিগকে দণ্ড করেন। ইংরাজ রাজ পুরুষেয়া এরূপ কার্য্যকে অবিচার বলে[illegible] আমরা ইহা এই প্রথম না শুনি অতি অল্প সময় শুনিয়া থাকি। এই রূপ গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত যদি হাকিমেরা আপন পদের অযোগ্য হন তাহা হইলে ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের হস্তে এ দেশের কোন ভারই অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে।

—প্লেবেনার এই রূপ বর্ণন প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে ১৭ হাজার লোকের বসতি, ১৯টী মূসলমানের এবং দুইটী খৃষ্টানদের ভজনালয় এখানে আছে। ১৬ শত ঘর মুসলমান ও ১৪ শত ঘর খৃষ্টান আছে। এখানে একটী নদী আছে।

—৩০ শে অক্টবরে সেণ্টপিটার্সবার্গে একটি অসাধারণ মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। এই মকর্দ্দমায় ১৯৫ জন আসামী। ইহারা রাজ বিপ্লব উপস্থিত করিবার যত্ন করে। এই অপরাধে ইহারা রাজ বিচারে উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাদী। বাদীর পক্ষ হইতে ৪৭২ জন সাক্ষী এবং প্রতিবাদীর পক্ষে ১৫০ জন সাক্ষী মানিত হইয়াছে। মকর্দ্দমার অনুসন্ধান অতি গোপনে হইবে। একটী অতি ক্ষুদ্র গৃহে এই মকর্দ্দমার বিচার হইতেছে।

...NTS.

...proposition has lately ... post of Deputy Postmas... on a salary of Rs. 700 per mensem, ... Mr. Pilkington, Chief Inspector of Post Offices in Rajpootana, is to be ...pointed to it. The Deputy is to have charge of the Behar Division of the Postal Circle, which is to be separated from the Bengal Division.

The same paper has reason to believe that Lieutenant-General Strachey, of the Indian Council, will shortly proceed to Calcutta on business connected with the East Indian Railway. Under the company's contract, the Government has the power of purchasing the line after twenty-five years from the commencement of the contract; and as that period will come to an end early in 1879, the Government of India necessarily has to consider the course it should pursue.

The *Pall Mall Gazette* says:—A writer in the *Pester Lloyd*, referring to the statement that the Russians and Turks are preparing for a winter campaign, points out that the principal events of the Russo-Turkish war of 1853-4 took place during the ...ter. In Asia Minor the war did not begin till the 27th of October. The corps formed at Kars under Abdul Pasha crossed the Arpatchai on All Soul's Day, and the battle of Bashkadyt Kler took place on the 1st of December. In European Turkey the whole of the month of October was occupied in the operations before Widdin and Kalafat, and the Danube was first crossed by some brigades of Omar Pasha's army at Nicopolis, and Giurgevo on the 28th of October, and the 1st of November. The battle of Oltenitza took place on the 4th of November, and that of Citate on the 5th of January. On the 10th of February, the Russians attacked the Turkish flotilla at Rustchuk. This, proceeds the writer, shows that a campaign can be carried on in Bulgaria and Armenia at the end of autumn and in the winter. The climate in Bulgaria is very mild, and although snow and rain make bad roads almost impassable for ammunition and provision waggons, these difficulties were overcome both by the Russians and the Turks twenty years ago, when both the belligerents were much worse provided with the means of transport than they are now.

A letter from St. Petersburg in the *Hamburg Correspondent* says that it is estimated by Russian writers that the cost of the Russian army in the East is 700,000 roubles a day, in addition to the ordinary military expenditure as provided in the Budget for the year. If operations were suspended for five months during the winter, this ...uld add at least 100,000,000 roubles to the total cost of the war. Russia can ill afford to lose such a sum, and every effort will therefore be made to continue the campaign during the winter months. From Constantinople the *Cologne Gazette* learns that the English colony there, is the only one which entirely shares the opinions of its representative as to the war. In the Austrian colony, there are as strong differences of opinion as in the mother country, and the opposite views of the Slavs and Hungarians give no little trouble to Count Zichy, who personally is a friend of Russia. The same is said of the Italian envoy. ... Count Corti, the French charge d'affaires, M... de Mosty, and the Greek envoy, Conduriotis, ... though nearly every Greek in Constantinople ... is strongly in favour of the Turks. "From th... ...he boot-cleaner to the banker," said a Greek gen...tleman the other day, who is well acquainted ...with his countrymen, "we are all against the Rus...ns." The same correspondent says that a young ... of Mesopotamia, named Fatima, has taken se... ...e in the army of Mukhtar Pasha, and joins in ...ry battle with a troop of Kurds leading them ... against the enemy like a second Joan of Arc.

What a... ...e the Russian Nihilists? :—Mr. Wallace ...wers it ... thus:—

...question which I have often put to men who ...competent authorities, and I have never re... ...ctory explanation, but there is no difficulty ... popular conception of them. According ... they were a band of fanatical young ...many of them medical students—who ... turn the world upside down and to ...l of social order," founded on the ...les, communistic and otherwise. ...e two chief fountains and human ...e of gain, might be hermetically ...plete institutions of marriage ...iety would be so organized ...uman nature would find ...here would be ...ot of course ...e done at ...cordingly ...matter of ...long, and ...casionally ...pearance ... people, ...hemselves ...ent to so... ...pectability, ... antiquated ...udge against ...xtreme utili-

tarianism, they explained that the shoemaker who practises his craft is in the true sense a greater man than a Shakspeare or a Goethe, because humanity has more need of shoes than poetry. Strange to say, the opera found favour in their eyes perhaps because the founder of modern theoretical Communism had included operatic representations in his *Phalanstere* programme. Perhaps the most curious part of this curious phenomenon was the prominence of the female element in all the demonstrations. When the students held meetings against the orders of the authorities, ladies in short hair and blue spectacles were generally among the orators.

In speaking of the public feeling regarding the war the *Times'* St. Petersburg correspondent writes under date, Oct. 6:—

On Monday I noticed in an English paper a telegram to the effect that the war had become very unpopular in Russia, and that certain people in the provinces had been fraternizing with and fettering the Turkish prisoners as a demonstration against the Government. This statement—I quote it from memory—gives an utterly false view of the situation. It is quite true that the burdens of war are beginning to be severely felt, and very many people wish that the war were at an end but I have as yet remarked no indications of the existence of a peace party. All recognize that for the moment peace is impossible. Russia cannot retire from the contest until she has accomplished something—until she has realized at least part of the programme with which she began the struggle.

The Russians are advancing various theories to explain their defeats in Turkey. The *Golos*, a Russian paper, publishes a letter on the subject and the theory it contains comes from no less an authority than General Ignatieff:—

I have just conversed with General Ignatieff on his way from head-quarters to Kief. I transmit to you accurately, and almost verbatim, my conversation with him. To my question whether we should expect a winter campaign, he replied that that would very soon be finally decided by a battle before Plevna. He does not conceal the sad impression produced everywhere by our neglecting to occupy Plevna when it was held by only 6,000 Turks, and when we had in the vicinity two *corps d'armee* and a division. That omission, in the General's opinion, led to all the other difficulties.

The *Golos* prints this letter without comment, but the *Birzhevuiya vedomosti*, which reproduces it, considers it necessary to prefix a refutation:—

The mistake consisted, not in neglecting to occupy Plevna before Osman Pasha appeared, but in the fact that when Osman Pasha appeared, our commanders had not got sufficient force to paralyze his action. If the advance of our army beyond the Balkans had not been stopped by his appearance at Plevna, it would have been stopped all the same by his appearance at some point further south, and perhaps the consequences would then have been more serious. The radical mistake lay, therefore, in the fact that we did not possess before the outbreak of hostilities sufficient information regarding the forces which we should have to encounter in the Balkan Peninsula. Our information concerning the military strength and resources of Turkey was utterly insufficient and wholly erroneous. Our military commanders accept reproaches which they do not at all deserve. Our present disasters are due chiefly to those persons whose duty it was to furnish, before the declaration of war, trustworthy *data* regarding the strength of our opponent. These persons did not fulfil their duty. It is not now the proper time to discuss the details of the question, but they will doubtless be discussed by the Press when the war is ended.

The public opinion regarding the recent reverses is said to be in a chaotic state in Russia.

It is worthy of remark that in inspite of all these misfortunes the name of the emperor is always mentioned with the greatest respect, and the most profound sympathy. Here is how His Majesty is spoken of.

In all this the man who is most to be pitied is the Emperor. Heaven knows he did not want war, and did all in his power to avoid it, and now he has to bear the responsibilit...y! He was evidently deceived an... ...advised."

The recen... reverses, so ... having ... shaken the foundations of the throne, some foreigners imagine, have had an opposite effect. They seem to have deepened those feelings of love and veneration with which the Czar is regarded by his people.

The Joakee Afreedees are giving no small trouble to the English Government. A correspondent writes from Nowshar says:—

The troops here are all on the war path, and there is a good deal of excitement amongst them. The onslaught on the guard of the 22nd at Shah Koti at the foot of the Cherat Hills was a murderous affair. They brought the wounded men into Dr. Smith, of the 27th Regiment, stationed here. I never saw men so hacked and mangled; one of them had seven gunshot wounds and tulwar cuts; another a slash across the head, exposing the brain; he is still alive, though, of course, in a ticklish condition. The 27th Punjabees and the 11th Bengal Lancers were at once ordered out to Julialzai, near Shah Koti where they still are awaiting orders. A gentleman, who travelled up with Colonel Black, the Secretary to the Lieutenant-Governor of the Punjab who has gone to Peshawur to consult with Sir Richard Pollock, told me that there was to be no expedition, beyond dismantling one of the Jowaki Forts called Bowrea, near Fort Mackeson. They are training elephants now at Peshawur to carry guns for this very purpose. They say, the Government have no money, but I think they will find that an expedition would cost less in the long run. It is strange that these Jowakis are showing so bold a front, as they are the most susceptible of punishment of all the tribes, being a kind of *bunnia* or trading race, and possessing great flocks of sheep and cattle.

Regarding the resignation of Mr. Phillips as Secretary to the Viceregal Legislative Council, the Simla correspondent of the *Times* says:—

I regret to announce the resignation of Mr. Phillips, the very able Legal Secretary to the Government of India, a man of tried merits and proved legal attainments. The duties of the office are very arduous, and its responsibilities very heavy. Various departments in India depend absolutely upon his judicial skill in complicated, pressing emergencies arising out of such a vast congeries of nationalities as exists in India. In addition, the High Court reports are submitted to him for his decision, and he is sole arbiter as to whether they contain good or bad law. His most important duty, however, is to advise upon and draught the various Acts of the Imperial Legislative Council, and at the present time, a man endowed with vast legal knowledge and great experience is eminently required, in consequence of the proposed codification of the laws, which will crystallize in an imperfect form our immature conception of the wants, habits and costumes of millions of people and of alien races, the out growth of thousands of years of undisturbed civilization. It must not be forgotten that this scheme of codification will be the result solely of the knowledge, efforts, and experience of the Legal Member of Council and Legal Secretary, unassisted by even the remotest suggestion from legal experts. The Legal Secretary appointed to succeed Mr. Phillips is a young Barrister of 19 months' standing, and an Indian experience of only 11 months.

The Simla correspondent of the Lahore paper says:—"Yesterday afternoon we were startled by the announcement that His Honor the Lieutenant-Governor who had only left us the day previously, had unexpectedly returned to Simla, it was said, to confer with the Viceroy regarding Frontier affairs. An emergent meeting of the Council was immediately called, but the deliberations have not been made public. Report says "a row" has taken place on the Border land between British territory and that of our wild neighbours, the Afreedis or the Jowakis, or some of those freebooters who are always hovering on the outskirts of civilisation, ready to pounce on the unwary. That news of some greater import than usual has reached the authorities there is no doubt, for sufficient has oozed out to make us believe thatt he complications with regard to these savage tribes have increased.

Vanity Fair wishes that his friends were better informed as to Lord Mayo's whereabouts: "If it be true that he has been incarcerated in a lunatic asylum, it is high time that step should be taken to inquire the motives for so summary a proceeding. Lord Mayo was, as those who knew him best aver, high-spirited, passionate, and headstrong, but that he would go out of his mind no one would have credited. Surely there are officers of both the 10th Hussars and the Grenadiers willing to come forward and unite in discovering the truth anent their former comrade's alleged aberration.

The Commander-in-Chief of Cabul, according to the Lahore paper, is directed to send selected officer and 15,000 men to Bijour and Lohargie. The troops at Lalpura and Jelalabad have been ordered to concentrate at Aliwusjid. From Bunnu reports are, that the Afghan forces are kept in readiness for immediate service. It is suspected, says the Cabul news-writer of our contemporary, that an expedition against the British is intended.

The St. Petersburg correspondent of the *New... Wiener Tagblatt* writes:—

The unveracity of General Ignatieff on one occ... ...raged Sir Henry Elliot that he declared in ... Government that he could not possibly come... standing with a man who constantly ... number... This declaration became known ... to General Ig... ...sian Embassy, and through ... cried, "I will kill him ... seeming to be furio... English Embassy. The offi... off directly to th... ...ey were in the greatest anxiety ... Russian Embas... ...form Mdme. Ignatieff of the expe... about to in... when the English Consul-General en... trophe ... secretary asked at once, "Do you bring a... first... The Consul-General replied, "Nothing import... stepped in inpassing, and came directly from m... where I met General Ignatieff with Sir Hen... "Did you find him very excited?" "Excited?" ...ed the Consul-General; "on the contrary, th... seemed to be in exceptionally good humour; he ... some of his choicest *bon mots*, and even the ... Henry could not help laughing loudly." The ... looked at one another confused. After a while ... Ignatieff returned, rang for his secretary, and ... him, "The affair has been arranged to my comp... ...tisfaction. I threatened the——Englishman with ... ...lenge; he declared the whole thing to be a misun... ...ing, and he has made a formal apology.

Cookery by sunbeams is about to be an ...plished fact. The *Bombay Gazette* says:—

"At Bombay, the other day a trial was made in ... ...sence of several gentlemen, including representatives ... Press, of Mr. Adams' Patent Solar Cooking Ap... and the result was pronounced to be highly sati... The compound of the High Court was the place ... for the experiment. At 11 o'clock in the foren... apparatus was so placed in the open air as to rece... solar rays, and about every half hour its inclinati... changed by a touch of the hand. About 4 o'clock ... afternoon, the apparatus was removed from the s... placed in a room, covered with a railway rug. At ... when the cover and the rug were removed, the co... (several pounds of mutton and some vegetable) were ... thoroughly cooked. We should not omit to mention ... the stew, which proved to be most palatable to thos... partook of it, was found to be quite hot, while the ... could hardly be touched by the nacked hand. The ... ...ratus, we may state, consisted of a copper vessel tinn... ...side and painted black outside, with a glass cover en... ...ing the vessel with an inch of hot air. The solar ... passing through the glass, we were told, become transfo... into obscure heat which the glass retained. The ... was fixed on to the bottom of a conical reflector lined ... common silvered sheet glass, and was 21 inches squa... its large base, and 8 inches at its small base. Mr. A... has made another apparatus of greater simplicity than ... one experimented upon, which, by means of solar rays, ... in the open air, can cook chops and steaks, as well ... expeditiously as over a coal or coke fire. A very im... ...tant point is that the heat can be retained as long as t... hours and-a-half, and perhaps longer. Mr. Adams h... soon to be able under more favorable circumstances tha... present, by means of an apparatus constructed on the s... principal, and by a combination of flat reflectors, to c... ...centrate solar rays to such a degree as to work won... in science yet undreamt of."

The *East* in speaking of the Bengal address to Sir Richard Temple says:—

The grateful acknowledgment of the beneficial services of the Governor by the governed is a necessity which can never be gainsaid, We cannot too highly admire the bold step taken by Babus Shishir Koomar Ghosh, Bajendra Kumar Roy, and Professor Kali Charan Banerja in going to Bombay to present Sir Richard Temple the Governor of Bombay with an address for his valuable services in connection with the Government of Bengal. They have done what the whole Bengal should have done only if the reasons were explained. The address had twenty thousand signatures but we cannot understand why have the thing transpired so silently. The matter should have been properly agitated throughout the length and breadth of Bengal, and we have not the least doubt, the reasons being explained, the whole country would in one voice join in the movement. The address was on the outset very well worded. It contained all the important points that may be said to have endeared the name of Sir Richard Temple to Bengal. Mention have been made of what Sir Richard did to improve the material prosperity of the Provinces entrusted to his care, to develop their natural resources, to establish the mutual relationship of landlord and tenant, to protect the weak against the strong, to settle by a rent law the questions between Zemindars and ryots. His adversion to invidious taxes or imposts laid on peculiar classes to the exception of others, the discreet way in which he avoided questions on Zemindary tenures, the encouragement he gave to the Vernacular Press, his endeavour to establish reformatories, his anxiety for the moral and social improvement of the country, the encouragement he gave to education of all kinds and among all classes, the powerful aid he gave to the organization of the Calcutta branch of the National Indian Association, his management of the municipal affairs and so forth were also noticed.

[The] *Echo* has the following on the same subject:—

However little we may feel or however much we may question the necessity of presenting Sir Richard Temple with an address we cannot but be thankful to the three Bengalee gentlemen whose visit to Bombay has been the means of promoting good feelings among the people of the two sister Presidencies. We are sorry to find that our contemporaries of the *Statesman* and the *Mirror* should, instead of attempting fairly to cut up the address, fall foul of its personnel. We are sorry all the more for the *Mirror*, who has betrayed an animus which is quite unworthy of the accredited organ of the Brahmos. Our native daily contemporary should know that he has by exhibiting this weakness not only lowered himself in the estimation of all impartial men, but considerably injured a good cause which he professes to advocate, *viz.*, the unification of the people of different parts of the country. What would his Bombay readers think of the spirit in which those attacks have been made? Instead of being mortified we should rejoice to find the educated and influential men of Bombay giving a cordial reception to three Bengalee gentlemen. All Bengal should feel honored by the honor done to them. Our acknowledgments are due the all who endeavour to establish a bond of sympathy and union amongst the people of the various parts of India.

The Anglo-Burmese had already raised a hue and cry against the few native judicial officers appointed in Burma. Of course their charges against these officers must be received with some caution. [The] *Englishman's* Rangoon correspondent says:—

[The] last Civil and Criminal Justice Report which has [...] Mr. Sandford, Judicial Commissioner, gives [...] officers. One [...] of unsound decisions by Burmese [...]ome villagers for con[...]these, in the Amherst district, con[...]m. Their offence was [co]mitting a public nuisance and [...] deputy Commissioner's bo[...] neglecting to attend to [...]r not having gone near the place [...] the Deputy Com[missioner]." Another Burmese judge in [...]e, but having been convicted no less than 30 people for the Thayetmyo [...]opriating a wild pig," which one of them dishonestly [...]and on which the whole of them feasted. In [...] party [...]e sentences of fine were set aside, of course, when both [par]ties appealed. There are doubtless many of these [case]s which the parties concerned find it cheaper to [...]p with, rather than travel to head-quarters at con[sidera]ble expense, leaving their families and work. [The C]hief Commissioner is however of opinion that [th]ese magistrates do their work, generally speak[ing,] conscientiously and well.

[W]e hear from Akyab that no inconsiderable [excite]ment exists among the members of the le[gal p]rofession there. The senior advocate, Mr. [...] Duncan, has, we are told, been suspended [by th]e Deputy Commissioner, whose proceedings [have] been forwarded to Rangoon for the [orde]rs of the Judicial Commissioner. The charge [agai]nst Mr. Duncan is that he induced [the] withdrawl of a suit brought against [one] of his clients, by threatening the Plaintiff [with] a criminal prosecution. Another advocate [who] has been long practising at the Akyab bar [is a]lso charged with unprofessional conduct, amoun[ting] to champerty. A European firm alleges that [he] took up a case against them on an agreement [with] his client to receive a certain proportion of [wh]at might be recovered in the suit; and that [his] fee should depend upon his success.

[T]he following remarkable exposition of Ottoman [pol]icy published in the Turkish organ *La Verite*, [wh]ich reached Vienna, is attributed with good [rea]son to the Grand Vizier:—

[D]isorder prevails among the European diplomatists. [...]er recognising their importance to create a new or[der] of things on a pacific and durable basis, on the [pri]nciples of law and justice, they have submitted every[thi]ng to the chances of war in order to cut the Gordian [kn]ot of the so-called Eastern Question. The conflict [wh]ich they feared, but had not the ability to prevent, [ha]ving broken out, it then became a question how to [de]rive the greatest advantage for their ambition or their [gr]eed out of the new conditions, during or after the [sto]rm. Like the dog in the fable, having had neither the [...] nor the power to guard the master's dinner, they [wou]ld at least take their share of it. They condemned [Tu]rkey beforehand. Was it possible, they asked, that she [cou]ld resist the blows of Russia? Very few indeed six [mo]nths ago considered it possible that the armies of the [Cza]r should receive any successful check. The European press never disc[u]ssed the subject in that view. The only question they de[b]ated was, shall Russia occupy Constantinople? Diplomacy in general shared the same conviction. On our side only, unshaken by warnings, predictions and threats the most discouraging, pressed upon us by enemies and friends alike, we were ready to accept the war, resolved to finish with it the false situation that had been created by the incessant manœuvres of which we had been the object since the time when Europe undertook our regeneration. We were determined no longer to play the part of the poor relation at the table of the Great Powers, no longer to beg their hospitality.

"We were resolved to affirm now, once for all, our right to form a part in the European concert—a right which treaties alone should have secured to us. Even if events had demonstrated our incapacity to uphold our rank after a war to the knife, Asia, the ancient cradle of our people, would have afforded a refuge to our women and children to weep the fall of our race.

"The war is not finished, but the success which up to the present we have achieved imposes on us more then ever the necessity of resistance and of sacrifice to the very last extremity. No doubt it is a regretable circumstance that we have not the authorisation of European diplomacy to inflict severe losses on the invaders of our territory; we are really sorry to have to defeat the combinations of these statesmen, we are to-day less forward in their plans for the regeneration of the East than on the morrow of the Andrassy Note, the Berlin Memorandum, and the Conference of Constantinople. We are still more sorry to see the *elite* of our youth mowed down by an enemy who has no claim to superiority, either intellectual, military, administrative, or civilising. Still more painful than the banishment of projects based on the destruction of our country is to see our land wasted, our towns and villages sacked, and our Mussulman and Christian populations wandering without food or shelter.

If it is supposed that Russia humiliated will demand more than Russia victorious, and that she will yet find adherent to this new and monstrous principle, let it be known as well that Turkey also will demand more in proportion to the sacrifices of blood that have been imposed upon her in defence of her independence. In what single instance during the century has Turkey been the aggressor? She desires peace still, but while the foot of a single Russian soldier pollutes her soil, she can assent to no suspension of hostilities, the only object of which would be to offer a retreat to the enemy from a compromised position, in order to prepare for a new struggle. No armistice can be accepted unless on the basis of a peace on conditions previously agreed to. We have known how to meet an enemy on the field of battle, and he will know how to meet us when the hour comes on the field of pacification. For the present, where is the disinterested mediator to be found who has not been more or less an adherent of that coalition which has left us in our isolation? Does there exist the impartial arbiter who could present himself with pure hands and conscience free from all tacit complicity and foregone conclusion? Clearer eyes than ours may see him; but, after the trials of the last two years, our distrust is warranted, and our experience demands that our interests alone shall dictate the line of our conduct, both in our home and foreign policy.

A Special Telegram to the *Pall Mall Gazette* of the 19th October says "A remarkable trial is to begin at St. Petersburg on the 30th inst. The persons accused number no fewer than 196. The charge is one of promoting the spread of revolutionary principles. The prosecution, conducted by the State, proposes to produce 472 witnesses. One hundred and fifty witneeses are announced on the part of defence. The proceedings will be made as private as possible. The court has selected one of the smallest rooms devoted to the hearing of cases, on purpose.

Affairs on the Frontier, it seems, are assuming a critical aspect. The *Pioneer's* Simla correspondent telegraphs to say that the Lieutenant-Governor of the Panjab was detained at Simla till Saturday "to discuss Frontier matters with the Viceroy." The *Civil and Military Gazette* also writes:—"His Honor the Lieutenant-Governor was suddenly detained at Simla. He was just about getting into his tonga, the fare[well] salute had been fired, when he received a telegram which obliged him to return and see the Viceroy."

From the papers received by the last mail we learn:—

The opponents of Mahomet Ali Pasha, or rather the adherents of Redif and Abdul Kerim, have just been caught in their own trap. Mehomet Ali was displaced for retreating the sixteen miles which had been so hardly won. Soldiers and the better officers were furious at the moment, and the commander-in-chief's foes, seizing the chance, wrung his recall from the Sultan, but the schemers have not long to enjoy their truimph. It is now certain that Mehomet Ali fell back not because of the tremendous force the Russians were massing on his front, but because Ahmet Eyoub and other generals refused to obey him, and Prince Hassan was incapable and arrogant himself, and rendered his Egyptians worse than useless. From the moment he assumed the supreme command, Mehemet Ali found himself thwarted and embrassed by Ahmet Eyoub, Rifaat, the chief of the staff, and the entire Redif faction. Owing to it and the disgarceful behaviour of the Egyptians he failed to drive the Russians out of Biela, and considered himself compelled to retire. But the Muchir still retains the confidence of the Sultan, and we may yet see him Seraskier. Meanwhile Ahmet Eyoub, Rifaat, two brigadiers, and others are to be tried by court-martial. Suleiman Pasha, the new commander-in-chief, bears a high reputation. He will certainly fight hard, and not be easily daunted.

The following is an account of a speech recently addressed by the Sultan to Count Zichy:—

No one threatens Servia, but Russia incites her to a renewed breach of the peace. It is, therefore, quite refreshing to any one who still retains the least sense for justice and love of peace, to learn the noble sentiments expressed by the Sultan on every suitable occasion. An instance follows here in the words recently spoken by the Sultan to Count Zichy:—'Russia has invaded my empire under the pretext of liberating her Slavonic brethren from Turkish oppression; Providence, however, has protected the just cause and aided my gallant armies to glorious triumphs. I am inclined, however, in order to avoid further bloodshed to conclude peace—a peace, of course, worthy of the integrity and independence of our realm. I did not provoke the war; it was forced upon me by our irreconcilable enemy, and I had the fullest claims to the conquered territory. I could, for instance, annex Soukhum Kale, and the whole surrounding district now in possession of my troops, but my empire is [...] tion in the inte[...] families of the Mos[...] so as to protect the[...] not incite these people [...] manifesto such as the Czar [...] fellow-countrymen declared t[...] [...]n of my troops in favour of my cause, [...] my sacred duty to protect them to the utmos[t of] my power. I repeat (said Abdul Hamid in conclusion) that I long for peace even for a peace concluded on the basis of the *status quo*.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London, 6th November.

The stormy weather which has set in is checking the advance of the Russian Army of the Dourudscha on Silistria.

The Turks have been strongly reinforced at Orchanie.

Latest news from the seat of war in Armenia states that the Russians have commenced the siege of Kars.

The *Daily Telegraph* states that the Russians on the 5th instant made an attack along their whole line on the Turkish positions before Deviboyun, where Ghazi Ahmed Muktar is strongly entrenched, and that the Turkish centre was broken and compelled to retreat. During the engagement lasting ten hours, Ghazi Ahmed Muktar was slightly wounded.

Rumours, which have been current lately of foreign mediation in the Turko-Russian war, have been authoritatively denied.

Paris, 5th November.

M. Ponyer Quertier is engaged in forming a new ministry, and M. Vogue has been selected to fill the post of minister of Foreign Affairs.

Paris, 6th November.

The Ministry formed by Mr. Ponyer Quertier is not acceptable to the Republican party. Elections of councillors are generally favorable, The Republican M. Fouquet has defeated the Duc de Broglie.

Paris, 6th November, Afternoon.

With the exception of Ponyer Quertier, the members of the new ministry are all unknown men, and their appointment is considered as transitory.

London 7th November,

The *Morning Post* states that the Turks have abandoned and the Russians occupied, Erzeroum, and that the Turke are retreating on Erzingham and Trebizonde.

Paris, 7th November.

The Quertier Ministry has collapsed. The former ministry remain in office.

There is a rumour of a conspiracy in Constantinople which has been discovered, and arrests made.

London, 8th November.

Gazi Ahmed Mukhtar has sent a despatch, in which he admits an engagement at Deoiboyur on the 5th instant, and states that the Turks subsequently retreated to Erzeroum.

A Russian official despatch states that the Russians have captured one hundred waggons, and carried off a large number of cattle from the Turks at Wratza, north of Orchanie. General Skobeloff telegraphs that on the 5th instant he approached the Turkish positions to the south of Plevna, and cannonaded them. The Russian army corps in Dobrudscha, commanded by Zimmerman, is apparently settling into winter quarters at Kustendjie.

A German telegraph clerk has been murdered nea[r] Adrianople, and the German Ambassador at Constantino[ple] has instigated the Porte to enquire into the matter.

Paris, 7th November.

Marsahal MacMahon has positively disclaimed any intention of resigning. The opening of the Senate and Chamber of Deputies to-day was of an uneventful nature. M. Jules Grevy has been elected President of the Chamber of Deputies.

London, 8th November

A Russian official despatch states Tergukasov 4th defeated the combined forces of Ghazi Ahmed Mukhtar and Ismail Pacha at Deveboyun; nine hours continuous fighting the Turkish troops retreated in disorder.

London, 9th November.

Ghazi Ahmed Muktar describes the fighting on the 5th instant as an attack on his right wing which was repulsed but that his centre succumbed to the Russian attack. Ghazi Ahmed Muktar is fortifying positions aroun[d] Erzeroum.

London, 10th November.

Ghazi Muktar Pacha has sent a telegra[...]phic despatch to the Porte, stating that, at 4 A. M. yester[d]ay, the Russians attacked the Turkish positions at Azizi[...]e. A severely contested engagement ensued, lasting till 2 [...]P. M. and resulting in the Russians being defeated wit[h] very heavy loss. The Turks pursued their enemies for [t]wo hours, as far as Deveboyun; all the ditches along the [ro]ute are described as being filled with the Russian dea[d].

London, 11th November.

The Russians are bombarding Batoum. [A]ccording to an Official Turkish despatch from Kars th[e Ru]ssians have summoned the Garrison to surrender wit[hin] twenty-four hours; the Turkish Commander however re[fus]ed and declared that he would resist to the last extre[m]ity. Ex[-Sul]tan Murad fifth has been accused of conspira[c]y and [con]fined in the Palace of Top Capou. Many [...] have been made in connection with the co[...] [Rus]sian troops are again advancing towards [...]

London, 1[...]

The Russians have captured Wratz[a ...] Orchanie, with a large quantity of st[ores ...]

The Russian troops have now [...] Plevna, but the *Daily News* state[s ...] amply provisioned to resist a five[...]

According to a Turkish off[icial ...] troops are entrenching them[selves ...]

The Russian Government [...] a new five per cent. loan [...] ling.

Chefket [...] Mehemed [...] Joint C[...] Orchanie [...]

The C[...] brought [...] mittee [...] vested [...] late elec[...]

☞ Ananda C[...]

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALUTTA, THURSDAY, NOVEMBER 15, 1877.

The *Leader* has ceased to exist as a weekly journal in Calcutta, in consequence of its Proprietor being compelled to return to Europe.

——000——

We hear that Mr. Alpin has been degraded from the post of Calcutta Postmaster to that of an Inspector, and his pay reduced from Rs. 700 to Rs. 400 per mensem.

——000——

We are sincerely glad to find that our distinguished town-man Rajah Sourindra Mohun Tagore has been again honored by Leopold the 2nd, the King of Belgium. This time the Raja has been appointed Knight Commander of the Order of Leopold. Raja Sourindra Mohan owes his rise not to any official favoritism, but his own intrinsic merit. He is the *Vias* of our music, and his fame will never die as long as Hindoo music lives.

——000——

We are glad that Dr. Kali Poddo has been appointed in the place of Dr. Woodford. So the claim of a Native to the post of the Superintendent of the Campbell Medical School has at last been recognized. We would have been still more glad if one of the Native Professors of the school was appointed to the post. They had certainly greater claim to the appointment than any outsider.

——000——

Rajah Shamshar Prokash, K. C. S. I., Rajah of Sirmur (Nahan) and Numlaz-ud-Dowla, Nwab Sir Mahomed Faiz Ali Khan Bahadoor, K. C. S. I., have been nominated as additional Members of the Viceroy's Legislative Council. Both of them, we are told, are quite innocent of the English language and therefore eminently fitted to help the Viceregal Council in its deliberations of grave questions affecting the interests of millions of souls.

——000——

Rumours of fresh taxation, to begin even before the next financial year, are rife in the land. Amongst others which are mentioned with more or less appearance of authority, are a profession tax and an income tax, the opposition of the home authorities being the chief obstacle to the latter, of which Sir John Strachey was always a supporter. Landowners also, it is said, will not escape, as some sort of taxation is to be devised in the shape of a famine tax on land, to form an insurance fund against future famines.

——000——

Our readers are aware that the Indian press has received Babu Peary Chand Mittra's "biography of David Hare" very favorably. In a letter dated 28th Sept. 1877, Mr. Alfred E Giles, one of the leading spiritualists of America writes:—

"Your valued letter of 7th August last reached my home while I was absent from it on a pleasure trip with our beloved friend A. J. Davis to the white mountain."

"Before your letter reached me I had read with great pleasure your biography of David Hare which Mr. Davis had kindly loaned to me. Its last chapter had so much interest that I read it twice aloud to my wife on one Sunday afternoon. Your two papers published in the spiritualist entitled "The psychology of the Budhists" and especially "God in the soul" very much fed and strengthened me.

We are indeed glad to find that the book is gaining such golden opinion. We have now to announce that the Babu is passing through the press "Hare's Life" in Bengalee. We wish him every success.

——000——

Mr. Monro is going to retire from the service in January or March next. The name of this gentleman brings a flood of old remiscences into our mind. He was at one time a friend of the conductors of this journal, and latterly he became one of their bitterest enemies. It is neither agreeable nor profitable to discuss here whether he or they were to blame, suffice it to say that Mr. Monro did his best to injure the conductors of this journal, while they were never blind to the many eminent qualities possessed by him. Jessore owes much to Mr. Monro. He established and maintained several girl schools at his own expense, he helped in the establishment of Dispensaries, and he was one of the best patrons of the educated natives. He rooted out thieves and badmashes from the district and was a terror to all evil-doers. The people of Jessore ought not allow such a man to leave the country without showing some marks of their regard for him. They shall be liable to the charge of ingratitude if they do so. We hope the *elite* of Jessore will hold a public meeting on the subject.

——000——

A correspondent at Doomka sends us an account of a *fraccas* between the Native Doctor and the Deputy Magistrate of Jamtara, Mr. T. E. Dempster. One night the Deputy Magistrate ... the Native Doctor to proceed at once to ...ouring village to treat a cholera case, which ...turned to be a case of dysentry. The ...ctor instead of walking to the place ... to a planquin. This, we are told, ...he Deputy Magistrate, who fell foul ...tor, and from hot words they ... Dempster is said to have ...y, and the redoubta... in kind. All this took place being the lord of the place consigned the doctor to the custody of the police who handed him over to the Civil Surgeon at Doomka. The Native Doctor represented the whole matter to the Deputy Commissioner and filed a petition against Mr. Dempster in his Court. The Deputy Commissioner after bearding the Babu for a while received his complaint and ordered him to proceed at once to Jamtara. It is remoured that the case has been compromised, and Mr. Dempster transferred from Jamtara.

——000——

The Government of India has at last sent an expedition against the Jawaki Afreedees. According to a telegram published by the *Pioneer* the force under General Keyes, consisting of 2,100 infantry and a small body of cavalry with six guns, entered the territory of the offenders last Friday morning, in three columns, and occupied the village of Paya after a short conflict, in which three men of the Government were wounded, and the enemy lost thirteen men killed, wounded and prisoners. The plan of operations is said to be to hold a line of country in the Jowaki territory, from which an advance may, or may not, be made according to circumstances, and which will be retained until the Jowakis surrender unconditionally. The terms to be imposed upon them comprise, it is stated, a heavy fine: restitution of, or compensation for, all property plundered, or lives lost in raids; surrender of all fire-arms of English manufacture; the construction of a military road through the enemy's country; the surrender of the head men most active against the Government and the leaders of the late night attack on the post at Shahkot; and the destruction of the fortified towers in the Jowaki villages. The wisdom of this expedition is however questioned by many, who are afraid, lest the Ameer of Cabul secretly help the enemy, and thus convert a trifling into a powerful resistence.

——000——

The *Indian Daily News* reports the following police case:—

A jemadar attached to the River Police was severely rebuked by his Worship this morning under the following circumstances: A boatman was charged with having carried two passengers in excess of his license. Defendant disputed the charge, and cited a witness who was a passenger of his, but as he was not forthcoming, the defendant was fined Rs. 2. A little while after, the defendant appeared and informed his Worship that this witness, whom he intended to call, was detained against his wishes by the police, downstairs.

His Worship thereupon ordered the immediate production of the man, and on this being done, the man confirmed the defendant's assertion, adding that he was actually placed under the surveillance of an aged policeman, under instructions from the jemadar, and pointed out both the jemadar and the policeman who had followed him upstairs. The jemedar, on being taken to task, contradicted the charge brought against him. Inspector Forsyth, his superior officer, stated that his subordinate was in no way to blame. The witness was neither detained nor restricted from going where he pleased. He was simply asked to wait.

The witness, however, assured his Worship that he at least was of opinion that he was restricted from going where he chose, from the fact of a policeman being placed over him as a "guard."

Inspector Forsyth said that it was misconception of the defendant's. He happened to be seated near some stolen property, which was in charge of the policeman alluded to. As regards the story of the witnesse's detention, it was a mere fabrication of his.

His Worship indignantly observed that he found no reason to disbelieve the witnesses story. If, however, the version of the story advanced by the Inspector were true, it was exceedingly wrong for an officer to even ask a witness after the case in which he appeared had been concluded to remain in Court against his wishes. He sincerely hoped that a thing of this kind would never occur again.

So the man was fined and the matter ended there!—Suppose the act was done by a private party, but we believe Mr. Marsden's idea is that the police has its special privileges. Oh! for an Abdul Lateef.

——000——

How justice is administered in Central Provinces will appear from the following account of a case sent by a correspondent. Mr. Duff, the Police Superintendent of Seoni, goes to hunt a tiger. He is accompained by his servant a good *Sikaree*. They see the tiger sleeping and Mr. Duff asks his servant to climb a tree. The servant does it and Mr. Duff hands him over a gun. He hands over the gun in such a careless way that it goes off and tears away the left arm of Mr. Duff. The matter comes to the notice of the Deputy Commissioner of the place, and he thinks it horrible that a European's arm should be blown away and nobody punished for it. So he pounches upon the poor *Shikaree* and at once sentences him to three months' rigorous imprisonment. Mr. Duff gently protests against this sort of justice and says that the affair was purely an accidental one, but his friend the Deputy Commissioner knows better, he thinks Mr. Duff a fool, or rather his brain deranged by the accident, and punishes his servant in the way stated above! This reminds us the story of a gentleman, his friend, and a barbar. The barbar shaves the gentleman, and the gentleman complains "John, you cut me." The friend who was comfortably resting in an easy chair sits up at these words. The barbar goes on with his business of shaving, and a few seconds after the gentleman again complains, "John, you cut me again." The friend immediately rises up, shakes his clenched fist upon the barbar, and tells him: "Hark ye your brains. My friend may excuse you, but I n... never."

——000——

LORD GEORGE HAMILTON AND AN IMPERIAL FAMINE GRANT.

The Under-Secretary of State for India is, decidedly, not agreeable to the idea of an imperial famine grant. His Lordship justifies his opposition in these words:—"I estimated this year in the House of Commons that this famine would cost us alone about $5\frac{1}{2}$ millions sterling. The expenditure may now be doubled in British India alone. A Government loan based on the security of the English revenues, has been advocated in many quarters. I can quite understand circumstances in which it would be almost impossible for the English Government to refuse such assistance. Speaking, however, in the interests of India, nothing but very exceptional circumstances would justify such a course. If it once be known in India that every local scarcity is to be met out of the unlimited pocket of the English Treasury, we should strike a fatal blow at local independence and local financial responsibility. At present the Indian Government are in no immediate want of funds, and Her Majesty's Government have determined that no loss of life shall occur through lack of supplies. As to the future, we must try and put in force in India gradually the same principles of local financial responsibility which have worked so well here."

We are sorry we are not able to follow His Lordship in the lines of argument by which he would support his position. In the first place, we are not a little surprized at the statement that "at present the Indian Government are in no immediate want of funds." If there is any truth in the statement, it is a pointless truth. As well might it be said of a clerk who is called upon to spend on a pay-day a whole month's salary, that he is "in no immediate want of funds." At a time when we are all but assured that fresh taxation awaits us in no distant future, it is a quibble, unworthy of his lordship, to say that "at present the Indian Government are in no immediate want of funds." Yes! "at present the Indian Government are in no immediate want of funds," and therefore the Government of India, we are told, has given orders that as much money as possible, at 7 per cent., shall be borrowed from the natives for six months. In the second place, we are literally astounded at the coolness of the insinuation, "if it once be known in India that every local scarcity is to be met out of the unlimited pocket of the English Treasury," &c. Every local scarcity! Unlimited pocket of the English Treasury! We allow the rich... f the rhetoric, but how would his Lordship's ...e fare when confronted with the logic of facts and figures? An outstanding illustration of the horse-leech in the proverb, the pocket of the English Treasury has approved itself "unlimited" indeed, only, not in giving out but in taking in, and His Lordship should have felt abashed as he hinted at the opposite contingency. It is the pocket of the Indian Treasury, or rather of the Indian tax-payer, that has been assumed to be "unlimited" and has been put in requisition even for purposes which no sophistry in the world could bring home to Indian interests. We should like to know how often in the course of a century and a half, the English Treasury has been called in to meet a local scarcity. Do eleven millions represent so huge an outlay that His Lordship is justified in already apprehending the catastrophe of being called upon to meet every local scarcity out of the pocket of the English Treasury? So much for His Lordship's rhetoric, which might well have been spared while disposing of so serious a question.

We believe the Government of India has fairly exhausted itself, and nothing short of an imperial grant can help it to start afresh on a solvent basis. Apart from its financial bearings, we would go in for such a grant on more comprehensive grounds. Once that the British Parliament realizes the contingency of such an appeal from India, it can no longer retain that attitute of majestic indifference which has hitherto characterized its consideration of Indian questions. The Parliament will at once bestir itself to watch with all the anxiety of an interested party, the financial administration of the Indian Empire. We all know the history of the Finance Committee. It is no secret that it was the imposition of a tax which touched the pockets of Englishmen in India, that brought on the appointment of the Committee. It is too much to hope that, when once the Parliament is found liable to be resorted to for a grant, the British tax-payer will have his interest substantially excited in India and what a happy consummation will that be! The Government of India must needs relish the position of Lord George Hamilton, as, on the one hand, it is damaging to its credit that an imperial grant should become a necessity, and, on the other, it can afford to defy the approaches of an insolvency as long as it may ply the elastic purse of the Indian tax-payer. It is a thousand pities that in the circumstances, the *Hindoo Patriot* should have suffered himself to be taken in with Lord George Hamilton's rhetoric, and should have appended to his lordship's remarks a "we entirely concur" which might be turned to mischievous account.

——000——

BENGALEES.

The population of Bengal is said to be almost 67 millions, but for aught we know it may be 40 or it may be 80. Taking the census to be correct the whole population of India stands thus :—

Provinces	Census taken	Population
Bengal	1871	66,524,628
N. W. Province	1865	30,086,098
Madras	1867	26,539,052
Punjab	1868	17,611,498
Bombay & Scind	Estimate	13,038,609
Oudh	1869	11,032,368
Central Provinces	1866	9,068,103
Mysore	Estimate	4,006,340
British Burmah	1869	2,395,988
Berar	1867	2,220,074
Coorg	1869	115,357
Fudatory	Estimate	48,000,000
	Total	225,838,115.

We are thus upwards of 66 millions strong, or upwards of 50 millions speak the Bengalee language. We are thus denser in population than Brazil where there are two in every square mile, than Russia where there are 10 in every square mile, than France and Prussia where there are 177 per square mile, than United Kingdom where there are 253 in every square mile. But in Bengal we have 272 per square mile. We are twice stronger than Great Britain, France, Prussia, and United States in number. From this point of view we Bengalees are stronger than the Russians. If any two great powers Russia excepted were to unite, still we would stand stronger in number. And what is Bengal? It is but a small portion of India. Has not the census disclosed a fact glorious, and heart-assuring, a fact which should make every Bengalee proud of his nationality? That he is so strong *in number*? We are stronger than the five great powers of the world and we ought to be respected as one of the greatest nations upon the face of the earth. But the world knows us not, cares not for us, cares as little for our existence, and our rulers despise us!

Let us see. The average height of adult Europeans is 5 feet 9 inches, that of Rajpoots the same, that of Hindoostanees ~~5ft. 6 inches, that of~~ Mahomedans 5 feet $4\frac{1}{2}$ inches, and that of Bengalees five feet and no inches. The average weight of adult Europeans is 144lbs., that of Mahomedans $118\frac{1}{2}$lbs., that of Rajpoots $110\frac{1}{2}$lb[illegible] and that of Bengalees 98lbs. So you see if [illegible] are stronger in number, we are weaker in heig[illegible]d weight.

We are about 67 millions strong but no better than a troop of geese or goats. Who amongst the vast number ever learnt to hold a musket, a rifle, a sword, or even a bow? How many soldiers do they supply the army with? How many amongst these 67 millions show a mascular arm, a robust frame, a broad chest, and athletic form? What Bengalee during a period of thousand years died in a battle field, properly so called? It was a proud day for India when our rulers fought with Theodore with the help of the Punjabese; it would be a proud day for Bengalese, if one or two millions of them were taken in a field of battle, if for no other purpose but only to be massacred. We can easily spare a million or two for such a noble purpose.

Have we any pastime by which we can strengthen our sinews or muscles? Dice, cards, chess, and the *hooka* never made a nation. Indeed, what are we fit for if not for, paying taxes, cultivating the soil, copying drafts, and increasing the number of geese and goats? How many amongst us are healthy properly so called? How many old men do we see in the country,—hale, hearty, ripe with age, and venerable in apperance? Do any of the Bengalees enjoy health, do any of these 67 millions enjoy life? How many of these 67 millions are widows, fit only to be burned in the funeral piles and thus saved from untold troubles? How many of these 67 millions toil from morn to night for bare existence, and how many actually starve? How many of can us manage a ship? How many of us have ever seen a sea? How many have ever left their homestead for a foreign clime? How many amongst us are Statesmen, Civil Servants, Magistrates, Commissioners, Judges, and political characters? We are nowhere in the Government of our own land, we are nowhere in the foreign trade of our own country.

Now let us look at this vast number from another point of view. How many amongst these 67 millions have enriched science and thus helped humanity and immortalized their names? We are 67 millions, but we cannot support less than half a hundred newspapers. How many original books have appeared in our country? Authors rarely give more than one thousand impressions of their books, and how many of these thousands are sold? How many of these 67 millions know to read and write? It bleeds one's heart to contemplate the fearful amount of ignorance that prevails amongst these 67 millions. According to statistics taken in 1867 and lately published it appears that in Bengal one in 4 8 receive any education from Government us take the case of one of the moderate States o[f] America, a State which on account of its lat[e] misfortunes, excited the sympathy of the whole world. The account of Chicago not larger than one of the districts of Bengal is thus given in an Encyclopœdea :—"The ten public schools of Chicago, some capable of holding thousand children, afford the means of educating, *free of charge*, every child in city. At the head of the system is the High School, the pupils of which are the graduates of the other ten. There are also, fifty four private schools and Seminaries, besides several universities, Medical Colleges, theological, literary, and scientific institutions located in Chicago." Thus of a moderate State of the United States. To us the vastness of our numbers has given us no pleasure; it has, on the contrary, pained us to think that, one of the fairest portions of the earth should be occupied by a race of men whose sole business is to breed quill-drivers and dice-players.

——ooo——

ONLY BE JUST TO INDIA.

If, wthat the leading English paper suggests, be carried to the letter, then well may India shake off the spectre of a famine which has fastened upon her neck, and threatens to be a permanent burden upon her. The *Times* asks England to be just to India, and not to clap on her shoulders charges which do not properly belong to her. Yes, we want no charity, no money help from England to extricate us from the dire calamity which has befallen us, only let her be just to the people of this country. Unfortunately, England, which is now overflowing with sympathy for India has never been just to her. The unjust exactions of the Home Government is one of the principal causes which has brought this country on the verge of ruin.

The people of England have no right to make upon the people of India the annual demand, for what are called the Home charges or expenses of the Indian Government. These charges amount to from eleven to fifteen crores, or the cost of the present famine, which is one of the severest of its kind. Now just see the nature of the charges, which, the English as a nation, have bound upon the neck of this country, charges that in any court of justice or equity in the world, would be declared to be their own, and not India's. We referred to this subject sometime ago, and we refer to it again as the time has perhaps come when we may with more hope than was ever possible to us before, attempt to interest the conscienee of Englishmen in a review of the financial relations between this country and their own.

We have a Secretary of State and his satelites consisting of Under-Secretary of State, Members of the Council of India, Secretaries and Officers of State for India in Council, &c., &c., to support. Their salaries exceed 13 lakhs a year. The stamps and stationary required for their use alone cost about 13 lakhs a year. Now what do we get in return for this expenditure of our treasury? Why, whenever any friendly M. P. takes up the cause of India and sets forth her grievances before Parliament, the Secretary of State and his Deputy instead of supporting him actually oppose him with all their might. The amount payable under postal arrangements with the Lords of Her Majesty's Treasury, is more than 13 lakhs. The subsidy on account of the mail service between Bussorah and Bagdad amounts to Rs. 48,000. Why this charge should be entailed upon India is more than we can tell. India derives no benefit from it; it is purely an imperial service, and the Imperial Government ought to bear this charge. The Indo-European Telegraph swallows up about 3 lakhs. This Telegraph is a permanent loss, and one might wonder why its expenses are not equally shared in by the Indian and the English Governments. Under the head of political Agencies and other foreign services we find the following items; Mission to the Court of Persia £16 545; Her Majesty's Establishments in China £44,962; Agents at out-ports and abroad—sala-ries and expenses, £1,098. The total of these charges is upwards of six lakhs of rupees. Now what is her Majesty's embassy to Persia to India, and why should the latter pay for her Majesty's Establishments in China and in other countries? The political Agencies are maintained for the benefit of England alone, and India has nothing to do with them. Then see how the army estimates tell upon our purse. The total of military charges exceeds three crores and half. We pay about five lakhs for the passage of Officers and Troops. The Furlough Allowances exceed 46 lakhs, while the payments to the Imperial Government for Troops serving in India amount to more than 60 lakhs. A lunatic Asylum and a Civil Engineering College have been built at our cost in England, and we have to pay annually a lakh of rupees for the maintenance of lunatics in England. But we have yet to make mention of the most iniquitious and unrighteous exaction of the Home Government.

The people of India are required to remit six or seven millions sterling every year to England, for the interest of the debt of which not one rupee is really due by this people to that. And for what is this debt? Not content with the empire of India as a sufficient return for the cost of conquering it, [illegible] was probably never before done in the world,—*they have thrown the cost of the conquest upon the shoulders of the people they have conqu[er]ed, and then called it their debt.* The English Government no doubt did it to some extent ignorantly, but it is all the same to us whether it was done consciously or without any clear design. It came out through the peculiar position of the East Indian Company as traders a[nd] *quasi* rulers. The debts of the Company were incurred, partly through its heavy losses in the extravagance of its trading operations, and partly through the wars in which it got involved in extending its territorial jurisdiction. They were all strictly English liabilities as one might see. For the Company were mere trustees of the Crown as rulers, while their losses in trade were of course entirely their own. But by a most unjust and convenient fiction, the English Government affected to regard these losses and debts as having been incurred by the representatives of the people of India. They were not the debts of Englishmen, but of the Bengalees and Maharattas, Parsees and Mahomedans! We cannot do better here than quote Mr. Knight of the *Statesman* on the subject :—

> To such lengths of injustice was the thing carried, that when the trading privileges and the monopolies of the Company were finally extinguished in 1834, *at the demand and in the interest of the merchants of England* the people of India were made to pay the Company not only double the capital that they had lost or that had been swallowed up in their trading operations and century of dividends, but to give compensation salaries to all the mercantile agents in their employ from St. Helena to Canton. No darker picture of injustice strains the annals of any people. And we are to-day selling salt to the miserable cultivators of India at ten times its cost, that we may screw from them the six or seven millions sterling a year, to pay the interest upon this so-called debt of theirs. The Crown even refused to lighten the burden by giving an imperial guarantee that would have reduced the interest to $3\frac{1}{2}$ per cent. Now, has this wickedness not lasted long enough! Are we to go on to the bitter end, wringing the interest of a debt like this from the blood and sweat of these poor toiling millions over whom we have generously consented to make ourselves princes and rulers?

Further on the same writer observes :—

> A tempest of indignation rises within the rightly constituted mind, as it takes in the whole story. In the name of God, how dare we tax the miserable cultivators of Oudh, for these East India merchants to losses and debts? Everyone knows that we seized Oudh by an act of violence and hypocrisy for the mere sake of its treasury and we have clapped this old debt of our own upon the shoulders of its people. And we are making them pay it, at the point of the bayonet, through the salt tax. And we think it can last! "Thou thoughtest that I was altogether such a one as thyself, but I will reprove thee and set them in order before thine eyes. Now consider this, yet that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver." Forget God! Yes; we forget that God marks it all. Our light is greater than that of other people; and if, as a nation, we choose the darkness, we shall finally stumble to our overthrow. Lift but this cruel burden off the industry of India, and the people will rapidly accumulate some wealth. Continue to exact it, and no one can forecast the issue. Of this only are we very sure, that "forget God" as we may in our selfishness, He forgets nothing, and He is not mocked but will reward us according to our works.

Mr. Knight uses strong language but nobody should blame him for it, for when the deep poverty of one people is remembered, and the astounding wealth of the other, the exaction becomes a real infamy. And year after year we are being subjected to this unrighteous drain. If the English people sincerely wish to be just to India, save her from these scandalous Home Charges which are the occasion of a permanent injustice to the people. The custom now is that every outlay that could be connected with the name of India is cast upon her. Let the English people leave off this unworthy habit. Let not such expenses as the cost of Sultan's entertainment, the Abyssinian war, the Zanzibar mission, and so forth be thrown opon India. In short, let not India be England's milch cow. If the most exacting and oppressive Mahomedan Emperors impoverished one Province, they enriched another, because they resided in India. England, on the other hand, is impoverishing India, and enriching such countries as America, Russia, Turkey, and Egypt. The stream of wealth which has flowed into England has no doubt enriched her own people, but it has also been shared by the Americans, Russians, Turks, Egyptians, and the whole of Europe at the cost of India. It is India's wealth which has made the English a nation of money lenders, and as such they are subject to all the risks of Mahajanship. What they lent to America was but partially returned to them while they have small hopes of recovering the large amount of debt which Turkey or Egypt owes to her. Thus a large portion of what she takes away from India is spent not for her *own* benefit but that of other countries and in this way she has lost a great deal of the wealth she had unrighteously snatched away from this country. So India which is England's own is impoverished for the benefit of foreigners and oftentimes England's natural enemies. Let the English nation take note of this fact and gravel[y] consider how unjust they have been to India. Le[t] the people of England show us bare justi[ce] [illegible] it will be good both for England and Indi[a] [illegible] the English nation but to open its eyes, i[t] [illegible] that in draining this poor country ye[ar] [illegible] the way it has been doing, it was lab[ouring] [illegible] its might to destroy the advantages [illegible] a pure, unselfish, and upright [illegible] ferred in abundance upon [illegible]

——oo[o]——

—মহীশূরে পূর্ব্বে অনাবৃষ্টির জন্যে মন্বান্তর উপস্থিত হয়। [illegible]পাততঃ সেখানে অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে আবার মন্বান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। মান্দ্রাজ সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মহীশূরে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া শস্যের এরূপ অপকার করিতেছে যে, সেখানে আবার [illegible]রে মূল্য বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

—তুর্ক সৈন্যধ্যাক্ষ মাহাম্মদ আলি পাশা রুশিয় সৈন্যকে যাত্রায় আক্রমণ না করাতে অনেকে তাহাকে অপরাধী মনে করেন, কিন্তু ষ্টাণ্ডার্ড সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে তিনি যে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া রুশিয়দিগকে আক্রমণ করিতে শৈথল্য দেখান সে আপন ইচ্ছায় নহে, কনোষ্টণ্টিনোপোল হইতে তিনি এই রূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

—মধ্য আসিয়া হইতে সত্বর পণ্যদ্রব্য ভারবাহক ১৬০ অশ্ব রাউল পিণ্ডিতে উপস্থিত হইবে।

—৩রা নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র প্রায় অনাবৃষ্টির জন্যে শস্যের অনিষ্ট হইয়াছে। উচ্চ ভূমির আমনধান্য এবার অতি অল্প জন্মিবে।

—নেপালে বোধ হয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার আন্দাজ ছয় আনা কম শস্য উৎপন্ন হইবে। ইহাতে সেখানে তবে লোকের কিছু কষ্ট হইবে, মন্বান্তর হইবে না।

—১৮৭৯ খৃঃ অব্দে জলদপাহাড়ে একদল গোরা সৈন্য প্রেরিত হইবে। ইহাদের বাসের নিমিত্ত সেখানে একটী বারিক প্রস্তুত হইতেছে।

—দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মান্দ্রাজ হইতে ১লা নবেম্বর তারিখে যে বিটার্ণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশিত হইতেছে যে রিলিফ ওয়ার্কে এখানে পূর্ব্বাপেক্ষা ৬৬৯৯৫ কম লোকে কাজ করিতেছে এবং বিনা পরিশ্রমে যাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছিল তাহাদের মধ্যে গত সপ্তাহে ১১৫১৯৫ লোক কমিয়াছে।

—ব্রিটীশ মিউসিয়ামের পুস্তকালয়ে ২০০০ হাজার বিভিন্ন রকমের চিন ভাষার পুস্তক আছে।

—ইউনাটেড ষ্টেটসে প্রতি বৎসর ৮ হইতে ১০ হাজার কৃত্রিম চক্ষু বিক্রয় হয়। একজন কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাতা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন আমেরিকাতে ১২৫ জনের মধ্যে এক জন চক্ষু হীন ব্যক্তি পাওয়া যায়। ইউনাইটেড ষ্টেটসের জন সংখ্যা যদি ৪২০০০০০০ হয় তাহা হইলে এই কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাতার হিসাব মত আমেরিকাতে এক চক্ষু হীন ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩৬০০০ হইবে। এই এক চক্ষু হীন ব্যক্তিদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ প্রায় কৃত্রিম চক্ষু ব্যবহার করে, অপর দুই ভাগ ব্যবহার করে না, অর্থাৎ ১১০০০০ লোক কৃত্রিম চক্ষুর ব্যবহার করে এবং ২২৬০০০ ইহা ব্যবহার করে না। পেটারসন ও নিউজার্সি নগরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এক চক্ষু হীন দেখা যায়।

প্রেরিত

গবর্ণমেণ্টের দয়া।

ছোট নাগপুরের অন্তর্গত "ভুঁইয়ারি" পরগণায় কতকগুলি কোল সাওতাল এবং সামান্য রকমের হিন্দুস্থানীদিগের বাস। তাহারা জঙ্গল অবস্থায় জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি প্রস্তুত করিয়া জমিদারকে সেই দেশের প্রথানুসারে রাজস্ব প্রদান করিয়া জমি উপভোগ করিয়া আসিতেছে। কোল সাঁওতাল যে কি রকম নিরীহ সচ্চরিত্র লোক তাহা বোধ করি আর বলিতে হইবেক না। তাহারা এত দূর সত্যপ্রিয় যে সত্যকে প্রতিপালন করিবার জন্য আত্মস্বত্বও তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাহাদিগের অকপট ব্যবহার দেখিলে সত্য[illegible]বাসী বলিয়া ভ্রম জন্মে। অধুনা ইহাদিগের মধ্যে ২। ১ জন [illegible]র দ্বারা আপনার নির্ম্মল চরিত্রকে কলুষিত করে বটে, [illegible] স্বাভাবিক নহে, শিক্ষার প্রভাবে। এই সচ্চরিত্র কোল [illegible]লদিগের প্রতি জমিদার মহাশয়েরা অন্যায্য কর বৃদ্ধি করিবার [illegible]নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন। যদি সহজে প্রজারা [illegible] কর স্বীকার করিয়া নির্দ্দয় জমিদারের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ [illegible] পারে কোন কথাই হয় না। তাহারা বহু পরিশ্রমে আজ [illegible]ধিক বৎসর হইল যে জমি শ্বাপদ সঙ্কুল বিজন গহন বন হইতে [illegible]হির করিয়া লইয়া ফসল জন্মাইয়া আপন২ জীবিকা ও পরবারাদি [illegible]প্রতিপালন করিতেছে, আজ জমিদারদিগের দুরাকাঙ্খায় তাহারা [illegible]ন্য হইয়া উঠিল। তাহারা অন্যায় কর বৃদ্ধিতে সম্মত [illegible] প্রতি অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হইল। সেই [illegible] রক্ষার জন্য তাহারা আপন২ ভীষণ মূর্ত্তি [illegible]জমি "জরিপ" ও "জমাবন্দী" করিতে দিবে না, [illegible]রাও বলপূর্ব্বক আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন। এই উপ[illegible] তুমুল দ্বন্দ উপস্থিত হইল। এই বিবাদ উপলক্ষে জমিদার[illegible]য় অনেক নায়েব গোমস্তা আমিন বাবুরাও তৎসঙ্গে২ মহাত্মা জমিদার [illegible]র্য্যন্ত ধরাশায়ী হইলেন। অনেক জমিদারের একগামিতা তীব্রবেগশালী। যতবার উদ্যত হইলেন ততবারই শাণিত কুঠারি দ্বারা তাহাদিগের মস্তিকদেশ শীতল হইয়া গেল। এই রূপে উত্তরোত্তর বিদ্বেষের পরতন্ত্র হইয়া অনর্থক কতক গুলি প্রজা নাশ হয় দেখিয়া দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট দুর্নিমিত্ত নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ বাহাদুর আমাদিগের রাজা। প্রজার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত একেবারে দয়াতে তাহাদিগের [illegible] শরীর পূর্ণ হইয়া গেল। প্রহরী স্বরূপ কতক গুলি "কমিসানর" নিযুক্ত করিলেন। কমিসানর মহাত্মারা বৎসরের অধিকাংশ সময় তথায় থাকিয়া জমিদার ও প্রজার সীমা বিভাগ ও অন্যান্য আপত্তি সকল আমীনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। ইহাদিগের রীতিমত এক একটী ক্ষুদ্র কাছারি হইয়া থাকে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বৎসর বৎসর প্রায় ৩০। ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। দেখুন দেখি গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে কত দূর নিঃস্বার্থ কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা গরিব প্রজাগণ নিষ্ঠুর জমিদারের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে। নির্ব্বোধ জমিদারগণেরও জীবন রক্ষা হইতেছে, অথচ ২। ৫ জন গরিব লোক প্রতিপালিত হইতেছে। এই সকল নিঃস্বার্থ পরপোকার দেখিলে কি বোধ হয় না যেন ইহারা কোন অদৃশ্য স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদিগের মহত্ব বিস্তার করিতেছেন? ইহারা এদেশে পদার্পণ না করিলে কি আমরা এত উন্নতিলাভ করিতে পারিতাম? ঐ যে একটী অশিতপর বৃদ্ধা স্বীয় পুত্রের "ব্রহ্মতেজ" সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে এবং সে দিবস গাজিপুরে এক জন উন্নতিশীল ব্রাহ্ম স্বীয় জননীর পীড়া হইলে যথোচিত সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যখন দেখিলেন কোন প্রকারে রক্ষা হইল না তখন জননীর গাত্রে অগ্নি প্রদান কষ্টকর বিবেচনা করিয়া তাহাকে কবরে নিহিত করিলেন। কেহ কেহ এই সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন ইংরাজ জাতির সংশ্রবেই আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ হইল। এইরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য। আমাদিগের মূর্খতা নিবন্ধনই এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। তজ্জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করা ভ্রমমাত্র।

এক দিকে গবর্ণমেণ্টের নিঃস্বার্থ কার্য্য দেখিয়া যেমন তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হয় আবার অন্য দিকে তাহাদিগের নির্দ্দয় কার্য্য স্মরণ পথারূঢ় হইলে নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। কলিকাতার অদূরে অনূ্যন ৮। ৯ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে পাইকহাটী পরগণায় কতকগুলি লোক বাস করে। পূর্ব্বে সুন্দর বনের ভিতরেই ছিল, এক্ষণে বন অনেক দূর গিয়াছে। এখানে পথ, ঘাট, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় কিছুই নাই। সামান্য২ এক এক খানি গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার লোক বাস করে। যাহারা কিছু সঙ্গতিপন্ন তাহারা আপন আপন সন্তানদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া বিদ্যাধ্যায়ন করান। হতভাগ্যদিগের আর উপায় নাই। কলিকাতার বিপুল খরচ পত্র নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া তাহাদিগের অদৃষ্টে ঘটেনা সুতরাং সন্তানগুলি এক একটী অবতার হইয়া চিরকাল দুঃখের কেবল কারণ হয়। একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত বঙ্গ বিদ্যালয় আছে; তাহাই প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষার চরম সীমা। সুতরাং তাহা দ্বারা কতদূর উন্নতি শিক্ষা লাভ হইতে পারে, বলা বাহুল্য। তাহার অবস্থা চিরকালই একভাবে রহিয়া গেল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যাহারা কিছু সঙ্গতিপন্ন তাহারা আপন আপন সন্তানদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া বিদ্যাদান করেন, সুতরাং হতভাগিনী বিদ্যালয়টীর আর কে আছে? চিকিৎসক নাই। পীড়াদি হইলে কেবল প্রকৃতির কৃপা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ২। ১ জন মহাপ্রভু উত্তরে নাম ধারণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য ও চিকিৎসার পারিপাট্য দেখিলে সহসাই মনে ঘৃণার উদয় হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র অতি সুকঠিন শাস্ত্র। একজনের বিবেচনার উপর যখন জীবন সমর্পণ করিতে হইবেক তখন সেই অজ্ঞান উপাধিধারী ডাক্তার বাবুদিগের দ্বারা চিকিৎসা করান অতি ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিকের কার্য্য। রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয়। সেই মান্ধাতার আমলে মনুষ্যের গতানুগতিকায় যে সংকীর্ণ পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই একমাত্র গমনাগমনের উপায়। বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। বাটীর বাহিরে আসিতে হইলে যেন যমালয় বলিয়া বোধ হয়। একে পথের অবস্থা শোচনীয় তাহাতে আবার বর্ষাকালে যখন বৃক্ষের পত্রাদি পতিত হয় ঐ সকল পত্রাদি পচিয়া এরূপ একটী বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহাতে পদতল স্পর্শ মাত্রেই বিজাতীয় ক্ষত হইয়া যায়, তাহার দুর্গন্ধে ও যন্ত্রণায় যারপর নাই যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার তজ্জন্য নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইয়া অকালে কত লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। এই পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত নয়, সেই সকল রাস্তার উভয় পার্শ্ব বনাকীর্ণ সুতরাং সর্পকুল অনুকূল হইয়া অনেক হতভাগ্যের কষ্টের লাঘব করিয়া থাকে। ডাক ঘর নাই, ২।৩ ক্রোশ অন্তর ভাঙ্গড়ে সম্প্রতি একটী লেটার বক্স হইয়াছে। কোন স্থান হইতে পত্রাদি আসিলে যদি সেই গ্রামের লোক তথায় উপস্থিত থাকে, অবিলম্বে পত্র খানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, নচেৎ পত্রখানি আর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গড়ের খাল বাটীর বিসর্জ্জন করে। রুলার ম্যাসেনজার মহাশয় যদি ইচ্ছা হয় এক একবার গ্রামে গ্রামে পদার্পণ করিয়া বিদ্যুতের বেগে আসিয়া বিদ্যুতের বেগে চলিয়া যান। সুতরাং সেই বেগে যদি কেহ পত্রাদি সমর্পণ করে তাহা প্রায় ভস্মীভূত হইয়া যায়।

আমার এক জন বন্ধু আমাকে এক চিটী লেখেন। ২০ দিবস পরে অতি জীর্ণ শীর্ণ ও মলিন অবস্থায় আমার হস্তগত হয়। পত্র খানি নিয়মিত সময়ে না আসায় আমার এবং পত্র প্রেরক মহাশয়ের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। যখন ডাকের কোন সুবিধা ছিল না তখন মনকে এক প্রকার প্রবোধ দিবার উপায় ছিল, এখন কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব। আরও দুঃখের বিষয় এদেশ হইতে "পথকর" ও "ডাক খরচা" আদায় হইয়া যে টাকা গুলি জমা হইতেছে কিছু দিন তাহার মায়া পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের অনেক অভাব পূর্ণ হইতে পারে। আমরা আপাততঃ এই চাই ভাঙ্গড় পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা হয়। রাস্তার মধ্যে যে জমি পড়িবেক বড়বড় জমিদারেরা বোধ করি তাহা দান করিতে পারেন তবে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমিভোগীদিগের অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাহারা নিঃস্বার্থে জমি ছাড়িতে পারিবে না। কিন্তু এ পরগণায় জমির মূল্য যেরূপ তাহাতে কম মূল্যে উক্ত জমি সকল ক্রয় করা যাইতে পারে। "ডাকফণ্ডে" যদি বেশী টাকা আদায় না হয়, যাহাতে একটী "ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার ও ২।৩টী পীয়ন" রাখা যাইতে পারে, তবে আপাততঃ যেরূপ ভাঙ্গড়ে রুলার মেসেঞ্জার নিযুক্ত আছে তাহার দ্বারাই কার্য্য চলিতে পারে, নারিকেল বাড়িয়া বোদরা নাওরা প্রভৃতির মধ্যস্থলে একটী লেটার বক্স স্থাপন করা, রুলার ম্যাসেঞ্জার সপ্তাহে সপ্তাহে যখন চিঠি বিলি করিতে আসিবে ঐ লেটার বক্সস্থিত চিঠি গুলি লইয়া যায়, তাহা হইলে আপাততঃ সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ক্রমশঃ যখন সুবিধা দেখা যাইবেক তখন তদ্রূপ আয়োজন করিলেই শীঘ্রই উন্নতির সোপান পরিষ্কৃত হইবেক। এক্ষণে আমরা সকল বিষয়ই প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি, দেখি কতদূর সানুকূল হয়েন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হাজারিবাগ।

—০:০—

যশোহর।

মহাশয়, বিগত ২৮শে আগষ্ট ১৩ই ভাদ্র তারিখে দৃষ্ট হইয়াছিল অত্রস্থ কালেক্টর সাহেবের ও প্রধান ডেপুটী কালেক্টরের এজলাসে এবং তৎপরে পুনশ্চ ৩ সেপ্টম্বর ১৯শে ভাদ্র তারিখে দৃষ্ট হইয়াছিল কেবল উক্ত ডেপুটী কালেক্টরের এজলাসে হাড়ি, তণ্ডুল, তুলশী, পুষ্প, বিল্বদল ও দুর্ব্বাদি যথা বিধ উপচারে কেহ পূজা করিয়াছে। অনেকে ইহা কোন পাগলের কৃত বলিয়া অনুমান করেন। ঐ সকল এজলাশের কামরার দ্বারে পূর্ব্বে প্রহরী থাকিত, ইদানিক তাহা নাই। সামান্য২ তালা চাবিতে বন্ধ করা হইয়া থাকে। তাহাতেও সকল দুয়ার সতর্ক মতে বন্ধ করা হয় এমত বোধ হয় না। পাগল অনুসন্ধানমতে সেই দুয়ার খুজিয়া লইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির অনুরূপ কার্য্য প্রথম রাত্রে কেবল দুই এজলাসের এবং তৎপর তারিখের রাত্রে বাহিরের এজলাস কামরার তালা বন্দ থাকায় কেবল এক এজলাশে অভীষ্টানুরূপ কার্য্য করিয়াছে। অন্য ডেপুটী কালেক্টরদিগের এজলাসে উহার কোন দিবসে কিছু না করা ইত্যাদি হেতুতে সে পাগল সামান্য নহে বলিয়া বোধ হয়। পাগল দুষ্কর্ম্মের ফল মূলক পীড়া আরোগ্য হিন্দু পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত কোন প্রকার কার্য্য সমাধা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

যখন লোকে স্বেচ্ছামতে রাত্রে ঐ গৃহে প্রবেশ ও অবাধে উক্ত কার্য্য করিতে পারিয়াছে, তখন তৎসমীপস্থ সকল সেরেস্তার দ্বারের তালা চাবি ভঙ্গপূর্ব্বক কাগজাৎ অপহরণ ও নষ্ট করার বিচিত্র কি?

নিঃ শ্রীধর্ম্মদাস শর্ম্মণঃ।
মোকাম যশোর।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

বশম্বদ। শ্রী সারদাচরণ মজুমদার, পাবনা, চাট মোহর,—আপনার পত্র গ্লানিসূচক। ইহা প্রকাশ করিলে আপনার বিপদের সম্ভাবনা। আপনি প্রথম কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আশ্রয় লইবেন। যদি সেখানে কোন সুবিচার না হয় তাহার পর আমরা যথাসাধ্য আপনার উপকারের যত্ন করিব। আপনি আমাদিগকে যেরূপ পত্র লিখিয়াছেন কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট এই রূপ পত্র লিখিবেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় তাহার প্রতিকার করিবেন।

মালদহ—ইনি লিখিয়াছেন পুলিশ ডেপুটী ইনেস্পেক্টর জেনারেল গর্ডন সাহেব দুধাগুড়ির মকদ্দমা সম্বন্ধে তদারক করিতে গিয়া মালদহার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের জবানবন্দি গ্রহণ করেন নাই। পত্র প্রেরক যদি লিখিতেন যে, গর্ডন সাহেব কাহার কাহার জবানবন্দি দ্বারা জেম্স সাহেবকে নির্দ্দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে গর্ডন সাহেব এই তদারকে কতদূর ত্রুটি করিয়াছেন, কিন্তু পত্র প্রেরক তাহা লিখেন নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা না লিখিলেই ভাল হইত।

শ্রীশ্রীমন্ত রায়, দাইবপোল মাগুরা—আপনার পত্র গ্লানিসূচক। ইহা প্রকাশ করিলে আপনি সঙ্কটে পড়িতে পারেন। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আদালতের আশ্রয় লইবেন।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া— আপনার পত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য আম[illegible] বুঝিতে পারিলাম না। আবার যে টুকু বুঝিলাম সে টুকু গ্লানিসূচক। আপনি লিখিয়াছেন "কোন ভেকধারী এম, এ, উত্তরপাড়ার হেড মাষ্টারের অজ্ঞাতসারে যদৃচ্ছা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন" ইহার অর্থ আমাদের বোধগম্য নহে।

শ্রী,—বরিশাট, মাগুরা—আপনার পত্র খানি গ্লানিসূচক। সব ইনেস্পেক্টর কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন আপনি তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়কে জানাইবেন।

অনুগত ভৃত্য—আপনার পত্র গ্লানিসূচক ও ঘৃণাকর বিষয়ে পরিপূর্ণ।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

নগেন্দ্রবালা নাটক।

কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী, মিত্র এণ্ড কোং ১১২ নং বড়তলা, চিনাবাজার শ্রীপদ্মচন্দ্র নাথের পুস্তকালয়ে, ও অপরাপর স্থানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৮/০ আনা মাত্র।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শাঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল্য ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টাকা ডাকমাশুল ।।০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সংকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপ নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ, শারীর মন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয়সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
ফোজদারী বালাখানা—কলিকাতা

নিম্ন লিখত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১	Three years in Europe. 2nd. Ed.	মুল্য ১	মাশুল ৵০
২	ইউরোপে তিন বৎসর	।০	/০
৩	বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	১।০	৵০
৪	মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে)	১	৵০
৫	The Indian Pilgrim. (Poem) R.C.Dutta	॥০	/০
৬	The Peasantry of Bengal.	২	৵০
৭	The Literature of Bengal	১	৵০

অর্শ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, ঔষধ একটী মাদুলী মাত্র হস্তে ধারণ করিতে হয়। অন্যান্য নিয়মের পৃথক নিয়ম পত্র পাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ধারণ করিয়া অনেক লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়া, জনৈক উদাসীনের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি, ব্যয় মুল্যেই আমি উক্ত ঔষধ প্রদান করিয়া থাকি।

মুল্য.......... ।/৫ ডাক মাসুল...... /০

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ মিত্র
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস কলিকাতা।

রত্নগর্ভা।

(দৃশ্যকাব্য।)

আর্য্যাবর্ত্তের স্বাধীনতা বর্ননা এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। আর্য্যবর্ত্তের গৌরব প্রিয় যুবাগণ এই পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। মুল্য ৫০ বার আনা।

এই পুস্তক কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে, মিত্র এণ্ড কোং ও চিনাবাজার পদ্ম চন্দ্র নাগের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচন্দ্রভুষণ বর্ম্ম মজুমদার।৩

পত্তনি দিবার।

বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়াও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়া ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অনাতর কার্য্যকারক শ্রীযুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন॥

৬ই, আশ্বিন
১২৮৪ সাল।

শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী
শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী
শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

নুতন পুস্তক!!!

বৃত্র সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মুল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল ৵০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

WANTD a Head Master for the Behar English School on a salary of Rs. 125 per month. Applications admissible only up to the 30th of November 1877

BIMALA CHARN BHOTTACHARJYA,
Secretary to the Behar English School.

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার, মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ,ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের
এবং
পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি
পীড়ার পরিক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মুল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মুল্য ৩৸০ এবং ৬৸০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪॥০
পাল্য এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১॥০
ধাতের ব্যামহ	ঐ	ঐ	২॥০
পুরাতন ঘা ইত্যদির তৈল	ঐ	ঐ	৩॥০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মুল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের জলের কলের পার্শ্বের গলি।
কলিকাতা।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত।

টক্‌সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা	২॥০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ	১॥০
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক [illegible] সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়। উক্ত চার্ট খানি [illegible] রণ করিবে। প্রতি আফিসে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা [illegible] ম ভাগ মুল্য ।।০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মুল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মুল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারিতে ও আমার নিকট প[illegible]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রারি অধ্যক্ষ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ [illegible] চাটুর্য্যের গলি ২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে [illegible] চন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।